Islami Ain O Bichar
Vol. 17, Issue: 67
July-Sept. 2021

সমাজ-ব্যবস্থায় নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় : নোয়াখালী জেলার ওপর একটি সমীক্ষা

Decline of Moral Values in the Social System : A Case Study of Noakhali District

Marjahan Akter*

ABSTRACT

This study has been conducted to examine the degradation of morality and values in the social system and to prove whether this degradation is really happening. Noakhali district has been chosen for this study. It is a mixed study. People living in Noakhali district has been the source of information in this study. Data have been collected from 225 people through snowball sampling. Both Primary and secondary data have been used in the study. The present study has proved that moral values have already decayed and are increasingly on the rise in the social system of Bangladesh. Along with this, an overall picture of the deterioration of moral values of the present society has also aptly been captured. In order to stop this degradation, almost everyone agreed to consider religion as the main criterion of morality. They also recommended the members of the society to strongly adhere to their respective religious principles, and take joint venture in all levels of family, society and state to reduce this degradation.

Keywords: Morality, Values, Decay, Crisis, Degradation

সারসংক্ষেপ

সমাজ-ব্যবস্থায় নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের বর্তমান অবস্থা পরীক্ষা করা ও এই অবক্ষয় সত্যিই হচ্ছে কিনা তা প্রমাণ করার জন্য গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে। গবেষণাটির জন্য বাছাই করা হয়েছে নোয়াখালী জেলাকে। গবেষণাটির ধরন মিশ্র। তথ্যসংগ্রহের জন্য জরিপ গবেষণা পরিচালিত হয়েছে। নোয়াখালী জেলাতে বসবাসরত সকল জনগোষ্ঠীকে সমগ্র বা তথ্যবিশ্ব হিসাবে ধরা হয়েছে। তথ্য-পরিমণ্ডল থেকে সুবিধাজনক ও স্নোবল নমুনায়নের মাধ্যমে ২২৫ জন নমুনা হতে গবেষণার জন্য তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণাটিতে প্রাথমিক উপাত্ত ও গৌণ উপাত্ত ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণাটি প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে যে বাংলাদেশের সমাজ-ব্যবস্থায় নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় হয়েছে, হচ্ছে। তা ছাড়া বর্তমান সমাজের নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের একটি সামগ্রিক চিত্রও পাওয়া গেছে। এমনকি এই অবক্ষয় বন্ধের জন্য প্রায় সকলে একমত হয়ে ধর্মকে নৈতিকতার প্রধান মানদণ্ড ধরার, ধর্মকে পরিপূর্ণভাবে মানার এবং পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়ভাবে সম্মিলিত পদক্ষেপ গ্রহণ করার সুপারিশ প্রদান করেন।

মূলমন্ত্র : নৈতিকতা, মূল্যবোধ, অবক্ষয়, সংকট, সমাজ গবেষণা।

* Marjahan Akter is an Assistant Teacher (Computer), Ekhlachpur Islamia Fazil Madrasa, Noakhali and M.Phil Researcher, School of Education, Bangladesh Open Univercity, Gazipur, email: marjahan2097617@gmail.com

নৈতিক মূল্যবোধের ইসলামী দৃষ্টিকোণ ও গবেষণার তাত্ত্বিক পটভূমি

মূল্যবোধ হলো এমন এক ধরনের আদর্শ যা মানুষের আচরণের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে। পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রে বাস করতে গিয়ে যা করা উচিত আর যা করা উচিত নয় বলে ব্যক্তির মধ্যে যে বোধ জাগ্রত হয় সেই বোধই মূল্যবোধ। নৈতিকতা বলতে কিছু মূলনীতি ও মানদণ্ডকে বোঝায়, যা মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠন করে ও আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। এসব মূলনীতি ও মানদণ্ডের ভিত্তিতে পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য নৈতিকতার গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলাম মানবজীবনে নৈতিকতাকে অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। পারিবারিক ও সামাজিক ভারসাম্য রক্ষায় নৈতিকতা ও ইতিবাচক মূল্যবোধ কুরআন ও সুন্নাহ্য় প্রাধান্য পেয়েছে। কুরআন ও সুন্নাহ্র স্পষ্ট বক্তব্যসমূহ থেকে নৈতিকতা ও ইতিবাচক মূল্যবোধ প্রসঙ্গে ইসলামি দর্শন ও শিক্ষা অনুধাবন করা যায়। নবী করিম ﷺ-এর উদ্দেশে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾

তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত (Al-Qurān, 68:4)।

নবী করিম ﷺ বলেন,

إِنَّمَا بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلاَقِ.

আমি উত্তম চরিত্রসমূহের পূর্ণতাসাধনের জন্য প্রেরিত হয়েছি (Al-Bayhaqī 1994, 20571)।

উপর্যুক্ত কুরআনের আয়াত ও হাদিসে ইসলামে নৈতিকতাকে কতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বোচ্চ নৈতিক মানদণ্ডে উত্তীর্ণ ছিলেন এবং তিনি নৈতিকতার পূর্ণতাসাধনের জন্যই প্রেরিত হয়েছিলেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾

নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন আমানতসমূহ তার হকদারকে প্রত্যর্পণ করতে। তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে বিচার করবে (Al-Qurān, 4:58)।

ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতা নৈতিকতার অন্যতম মূলনীতি। উপর্যুক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা এই দিকটির প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। এই বিষয়ে বহু হাদিসও রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

القضاةُ ثلاثةٌ : واحدٌ في الجنةِ، واثنان في النارِ ، فأما الذي في الجنةِ فرجلٌ عرَفَ الحقَّ فقضى به، واللذان في النارِ رجلٌ عرفَ الحقَّ فجارَ في الحُكمِ، ورجلٌ قضى في الناسِ على جهلٍ.

বিচারক তিন শ্রেণির : এক শ্রেণির বিচারক জান্নাতে প্রবেশ করবে, বাকি দুই শ্রেণির বিচারক জাহান্নামে যাবে। যে সত্য বুঝে সেই অনুযায়ী বিচার করেছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, যে সত্য জানার পরও অন্যায় বিচার করেছে এবং যে অজ্ঞতার ভিত্তিতে বিচার করেছে তারা উভয়েই জাহান্নামে যাবে (Al-Bayhaqī 1994, 20851)।

নৈতিকতার একটি বড় দিক হলো অন্তরের স্বচ্ছতা ও পবিত্রতা; অন্তর পবিত্র ও পরিশুদ্ধ না হলে নৈতিক চরিত্র ও শিষ্টাচারের ওপর জীবনকে গড়ে তোলা যায় না। এই প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ.

জেনে রাখ শরীরের মধ্যে এমন একটি গোশতের টুকরা আছে, তা যখন ঠিক হয়ে যায় তখন গোটা শরীর ঠিক হয়ে যায়। আর তা যখন খারাপ হয়ে যায়, তখন গোটা শরীর খারাপ হয়ে যায়। জেনে রাখ, সেই গোশতের টুকরাটি হলো কলব (অন্তর) (Al-Bukhārī 1987, 50)।

ইসলাম ধর্মের মৌলিক বিষয়ের অন্তর্গত হলো নৈতিক শিক্ষা। নৈতিকতা হলো এক ধরনের মানসিক অবস্থা যার দ্বারা ভালো-মন্দ বিষয়সমূহের মধ্যে পার্থক্যকরণ সম্ভব হয়। নৈতিকতা একটি আদর্শিক মানদণ্ড। দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে নৈতিক আদর্শের মানদণ্ডে ভিন্নতা থাকলেও পৃথিবীর সকল ভালো কাজকে নৈতিক কাজ বলা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ .

প্রত্যেক নবজাতকই ফিতরাতের ওপর জন্মলাভ করে। পরে তার পিতামাতা তাকে ইহুদি, নাসারা বা মাজুসি (অগ্নিপূজারী)-রূপে গড়ে তোলে (Al-Bukhārī 1987, 1359; Muslim 2003; 2658)।

মহান আল্লাহ কর্তৃক সৃষ্ট সকল আসমানি কিতাবে নৈতিক শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে, কারণ নৈতিকতা ও মূল্যবোধ ধর্মের মূল শিক্ষা। নৈতিকতা ও মূল্যবোধ এই দুটি বিষয় মানুষকে অন্যান্য প্রাণী হতে আলাদা করেছে। যেসব মানুষের মধ্যে নীতি-নৈতিকতা থাকে না তাদের মধ্যে ধর্মবোধও থাকে না। কেননা ধর্ম যেই শিক্ষা নিয়ে মানুষকে দুনিয়ায় বসবাস করতে বলা হয়েছে তা হলো পবিত্রতা ও সততা। ধর্ম মানুষকে সকল ধরনের কল্যাণ দিতে পারে সঙ্গে দিতে পারে অকল্যাণ হতে মুক্তি। মিথ্যা বলতে আল্লাহ কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন, তিনি বলেন,

﴿إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾

যারা আল্লাহর নিদর্শনে বিশ্বাস করে না, তারা তো কেবল মিথ্যা রচনা করে এবং তারাই মিথ্যাবাদী (Al-Qurān, 16:105)।

আল্লাহ আরো বলেছেন,

﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

সত্যকে মিথ্যার সঙ্গে মিশ্রিত করো না এবং জেনে শুনে সত্য গোপন করো না (Al-Qurān, 2:6-7)।

সততা ও নৈতিকতা এবং অনৈতিক কাজ বোঝাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِى صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ.

সদাচার বা উত্তম চরিত্রই হলো পুণ্য এবং পাপ হলো তা, যা তোমার অন্তরে খটকা তৈরি করে এবং তুমি চাও না যে লোকে তা জেনে ফেলুক (Muslim 2003; 6680)।

নৈতিকতার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো আমানতদারি ও ওয়াদা রক্ষা। যার মধ্যে এই দুটি গুণ নেই তার ঈমানও নেই, দ্বীনও নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

﴿إِنَّهُ لاَ إِيمَانَ لِمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ ، وَلاَ دِينَ لِمَنْ لاَ عَهْدَ لَهُ﴾

যার আমানতদারি নেই তার ঈমান নেই। যার ওয়াদা ঠিক নেই তার দ্বীন নেই (Aḥmad 2001, 12324; Al-Bayhaqī 1994, 3888)।

ইসলামে মানুষকে সমগ্র অনৈতিক ও আপরাধমূলক কাজ হতে বিরত থাকতে ভীতি দেখানো হয়েছে এবং কুরআনে বলা হয়েছে,

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

তোমরা সৎকর্ম ও সংযমশীলতায় পরস্পর সাহায্য কর এবং পাপ ও সীমা লঙ্ঘনে এক অন্যকে সহায়তা করো না এবং আল্লাহকে ভয় করো নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা (Al-Qurān 5:2)।

মানুষ যখন তার নিজের মধ্যকার পশুপ্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে বিবেক দ্বারা পরিচালিত হয়ে নৈতিকতার মধ্য দিয়ে জীবন-যাপন করে তখনই সেই মানুষ হয় সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾

নিশ্চয় আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, জলে-স্থলে ওদের চলার বাহন দিয়েছি; এবং পবিত্র বস্তু হতে জীবিকা দান করেছি এবং তাদের আমি আমার অধিকাংশ সৃষ্টির ওপর গৌরবময় শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি (Al-Qurān 17:70)।

মানুষের মধ্যকার নৈতিকতাবোধ জাগিয়ে তুলতে ইসলাম বাবা-মাকে তাদের সন্তানদের লালন-পালনে অধিক যত্নশীল হতে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন। কুরআনে আছে,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾

হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা করো (Al-Qurān 66:6)।

সমাজ হতে নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় বন্ধ করতে আল্লাহর বিধান মেনে জীবন পরিচালনা করা অবশ্যক। কেননা ইসলামই আল্লাহ তাআলার দেয়া একমাত্র জীবন-বিধান।

﴿إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾

নিশ্চয় ইসলাম আল্লাহর নিকট মনোনীত ধর্ম (Al-Qurān 3:19)।

ধর্মবোধের প্রকৃত ভিত্তিই হচ্ছে নৈতিকতা। তাই ইসলামে নৈতিকতার গুরুত্ব ও প্রাধান্য অনেক বেশি। আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিকুলের মধ্যে একমাত্র মানুষকেই নৈতিকভাবে দায়িত্বশীল করে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু দুনিয়ায় এসে বা জন্মগ্রহণের পর সেই মানুষগুলো পারিপার্শ্বিক ও অভ্যাসগত কারণে আল্লাহ তাআলাকে ভুলে নৈতিকতা বিবর্জিত হয়ে পড়ে। এতে করে সমাজে নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় দেখা দেয়, সমাজ হয়ে পড়ে বিশৃঙ্খল। অনাচার, অবিচার, অত্যাচারে জীবন হয়ে ওঠে দুর্বিষহ। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতেও বাংলাদেশের সমাজ-ব্যবস্থায় নৈতিক অবস্থার ও নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটছে কিনা তা সরেজমিনে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সার্বিক চিত্র তুলে ধরার জন্য গবেষণা পরিচালনা করা আবশ্যক হয়ে পড়ে।

কতিপয় সংজ্ঞা

নৈতিকতা : 'নৈতিকতা' শব্দটি ইংরেজি 'Ethics' শব্দের বাংলারূপ। 'Ethics' শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ 'Ethica' থেকে, এটি আবার 'Ethos' শব্দ থেকে এসেছে। যার অর্থ হচ্ছে চরিত্র (character) (Mackenzie & John S. A. 1993, 01)। চরিত্রকে অভ্যাস ও রীতিনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত মনে করা হয়ে থাকে। অন্যদিকে 'Ethics' বা নীতিবিদ্যার সমর্থক হিসেবে 'Moral Philosophy' কথাটি ব্যবহার করা হয় (Mackenzie & John S. A. 1993, 01)। ইংরেজি 'Moral' শব্দটি আবার ল্যাটিন শব্দ 'Mores' থেকে এসেছে, যার অর্থ হচ্ছে অভ্যাস বা রীতি-নীতি। কেবলমাত্র মানুষই থাকছে না বা মানুষের আচরণই নীতিবিদ্যার ক্ষেত্রে বা বিষয়বস্তু হিসেবে অবস্থান করছে না; বরং আমাদের চারপাশের প্রকৃতি ও জীবজগতের বিষয়াদি এক কথায় সামগ্রিক পরিবেশ-পরিস্থিতি নৈতিক আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে (Khalek 2003, 17)। কোনো বিশেষ আচরণের মান নির্ধারণ করা নয়, বরং সর্বজনীনভাবে গ্রহণযোগ্য মানবাচরণের মান বিচারই হলো নীতিবিদ্যা বা নৈতিকতা (Mackenzie, John S. A. 1993, 2)। নীতিজ্ঞান বা নৈতিকতা বলতে ন্যায়-নীতি, মূল্যমান প্রভৃতির এক বিশেষীকৃত ও ব্যাপক রূপকে বোঝায়। সততা, ন্যায়পরায়ণতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, শান্তিপ্রিয়তা, ধর্মবোধ প্রভৃতি সদাচার ও সদগুণের সমাহারে সৃষ্টি হয় নীতিজ্ঞান বা নৈতিকতা। অনুরূপভাবে ধর্মবোধ ও নীতিবোধ পরস্পরের পরিপূরক ও পরিপোষক হিসেবে প্রতিপন্ন হয়। ধর্ম ও নৈতিকতা উভয়েই হলো মানুষের উপলব্ধি ও অন্তরের অনুভবের বিষয় (Mahapatra 1994, 838-39)। নৈতিকতা শব্দটি মানুষের আচরণের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি প্রত্যয়। আচরণের

ভালত্ব-মন্দত্ব, ন্যায়ত্ব-অন্যায়ত্ব, ঔচিত্য-অনৌচিত্য প্রভৃতি বিষয়সমূহের নির্দেশক হলো নৈতিকতা। যেমন সত্য বলা, গুরুজনকে মান্য করা, অসহায়কে সাহায্য করা, চুরি, দুর্নীতি থেকে বিরত থাকা ইত্যাদি।

মূল্যবোধ : মূল্যবোধ হল মানুষের আচরণ পরিচালনাকারী নীতি ও মানদণ্ড। কতগুলো মনোভাবের সমন্বয়ে গঠিত অপেক্ষাকৃত স্থায়ী বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে মূল্যবোধ। মূল্যবোধ (Value) কথাটির আক্ষরিক অর্থ যোগ্যতা বা উৎকর্ষ। নীতিবিজ্ঞানের পরিভাষায়- "মূল্যবোধ (Value) হচ্ছে এমন একটি যোগ্যতা বা উৎকর্ষ, যা আমাদের আচরণের লক্ষ্য ও কাম্য বস্তুকে গঠন করে।" সমাজবিজ্ঞানের পরিভাষায়- "মূল্যবোধ হচ্ছে এমন একটি আদর্শের মাপকাঠি, যা মানুষের প্রয়োজন, দৃষ্টিভঙ্গি, আচরণ ও আকাঙ্ক্ষার নৈতিক, নান্দনিক এবং যৌক্তিক প্রাসঙ্গিকতা যাচাই করে (Das 2005, 137)।" মূল্যবোধের পরিচয় সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানীদের আরও কিছু মতামত নিম্নে উদ্ধৃত হলো-

স্পেফার মতে, ভালো-মন্দ, ঠিক-বেঠিক ও কাঙ্ক্ষিত-অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয় সম্পর্কে সমাজে বিদ্যমান ধারণার নামই মূল্যবোধ (Ara 2006, 219)।

এন. আর. উইলিয়াম বলেন, "মূল্যবোধ হচ্ছে মানুষের ইচ্ছার একটি প্রধান মানদণ্ড, যার আদর্শে মানুষের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি ও কার্যক্রম পরিচালিত হয় এবং যার মাধ্যমে সমাজস্থ মানুষের কর্মকাণ্ডের ভালো-মন্দ বিচার করা হয় (Ara 2006, 219)।" অতএব বলা যায় যে, মূল্যবোধ হচ্ছে এমন একটি মাপকাঠি, যার আদর্শে সমাজস্থ মানুষের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতিও কার্যক্রম পরিচালিত হয় এবং যার মাধ্যমে মানুষের কর্মকাণ্ডের ভালো-মন্দ বিচার করা হয় এবং যা মানুষের কাঙ্ক্ষিত আচরণ গঠন করে। মূল্যবোধ মানুষের নীতিবোধ, আদর্শ, জীবনাচরণ, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ইত্যাদির সম্মিলিত বহিঃপ্রকাশ। মূল্যবোধ হল সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তি।এটি মানুষের আচরণের সামাজিক মাপকাঠি। একটি দেশের সমাজ, রাষ্ট্র ,অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উৎকর্ষের অন্যতম মাপকাঠি হিসেবে এটি ভূমিকা পালন করে।

ইসলামী মূল্যবোধ : ইসলামী মূল্যবোধের পরিচয়ে আলী খলীল মুস্তফা বলেন, মানুষ, জীবন এবং বিশ্বজগত সম্পর্কে মৌলিক ইসলামী চিন্তা থেকে উৎসারিত এমন কিছু বিধান ও মানদণ্ড, যা জাগতিক বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও অবস্থার আলোকে ব্যক্তি ও সমাজের সামনে গঠিত হয়, যা তাকে তার সম্ভাব্যতা অনুযায়ী জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বেছে নিতে সক্ষম ও যোগ্য করে তোলে এবং যা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ব্যবহারিক রীতি-নীতি ও ব্যবস্থাপনার মাঝ থেকে রূপ পরিগ্রহ করে (Mostafa ND, 79)।

মূল্যবোধ একটি অলিখিত সামাজিক বিধান। কোন সমাজেই তা লিপিবদ্ধ থাকে না। সামাজিক রীতি-নীতি, আদর্শ, অনুমোদিত আচার-ব্যবহার, [ধর্মীয় বিশ্বাস, মানবীয় অভিজ্ঞতা] ইত্যাদির ভিত্তিতে মূল্যবোধ গড়ে ওঠে। ফলে সমাজভেদে মূল্যবোধের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। একই মূল্যবোধ সমাজ ভেদে ইতিবাচক ও নেতিবাচক রূপ ধারণ করে। সমাজ জীবনে ব্যক্তিগত, দলীয়, পারিবারিক, সামাজিক, প্রাতিষ্ঠানিক,

পেশাগত ইত্যাদি পর্যায়ে মূল্যবোধ পরিলক্ষিত হয়। পারিবারিক মূল্যবোধ হলো নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা নির্দিষ্ট কর্মের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ আদর্শ ভিত্তিক নীতিমালার সমষ্টি, যা পারিবারিক ও পেশাগত কার্যক্রম সক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে (Das 2005, 137)। আলোচ্য প্রবন্ধে পারিবারিক মূল্যবোধ বিকাশে যেসকল নিয়ামক কাজ করে থাকে তা ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হবে।

ইসলামের নৈতিকতা ও নৈতিক মূল্যবোধের গুরুত্ব : ইসলামের দৃষ্টিতে নৈতিকতার গুরুত্ব অপরিসীম। মানুষের নৈতিকতা ও চরিত্রকে সুন্দর ও মার্জিত করার বিষয়টা ইসলাম যে কত গুরুত্ব দিয়েছে, তা বলে শেষ করা যাবে না। ইসলাম ও নৈতিকতা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ও অবিচ্ছেদ্য। ইসলাম থেকে নৈতিকতাকে আড়াল করা যায় না। ইসলামের মতে প্রথম নবী হজরত আদম আ. থেকে শুরু করে সকল নবী-রাসূলই নৈতিকতার শিক্ষা প্রচার করেছেন। তাঁরা সবাই ছিলেন উন্নত চরিত্রের অধিকারী। উত্তম নৈতিক চরিত্র শিক্ষা দেওয়ার জন্য আমাদের রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বোত্তম আদর্শ। তিনি ছিলেন উত্তম গুণাবলির পরিপূর্ণ মূর্ত প্রতীক। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾

তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ (Al-Qurān 33:21)।

ঈমানের পূর্ণতার মাপকাঠি হলো নৈতিক চরিত্র। মহানবী ﷺ বলেন,

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا.

মুমিনদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই পূর্ণতম ঈমানের অধিকারী, যে ব্যক্তি নৈতিক চরিত্র বিচারে উত্তম (Al-Tirmīdhī 1998, 1162)।

বস্তুত মানুষকে নৈতিক দিক থেকে পবিত্র ও শুদ্ধ রাখার ব্যাপারে ইসলাম ছাড়া পৃথিবীর আর কোনো জীবনব্যবস্থাই এত বেশি গুরুত্বারোপ করেনি। মানুষের শান্তি সমৃদ্ধি ও আখেরাতের মুক্তির একমাত্র শর্ত হিসেবে উত্তম ও পবিত্র চরিত্রকে নির্ধারণ করে দিয়েছে ইসলাম। আখলাকে হামিদাহ বা উত্তম নৈতিক চরিত্রই হলো সব পূর্ণতার মূল। এই প্রসঙ্গে নিম্নরূপ হাদিস বর্ণিত হয়েছে,

سُئِلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن أَكْثرِ ما يُدخلُ النَّاسَ الجنَّةَ ؟ فقالَ : تَقوى اللَّهِ وحُسنُ الخلُقِ،

রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হল, কোন গুণটির জন্য আখেরাতে মানুষ সবচেয়ে বেশি জান্নাতে যাবে? তিনি বললেন, আল্লাহভীতি ও উত্তম চরিত্র (Al-Tirmīdhī 1998, 2004)।

কিয়ামতের দিন দুনিয়ার ধন-সম্পদ কাজে আসবে না, কাজে আসবে সুন্দর নৈতিক চরিত্র। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

مَا مِنْ شَيءٍ أَثْقَلُ فِي ميزَانِ المُؤمِنِ يَومَ القِيامة مِنْ حُسْنِ الخُلُقِ

‘কিয়ামতে মুমিনের দাঁড়িপাল্লায় সবচেয়ে ভারী জিনিস হবে উত্তম নৈতিক চরিত্র (Al-Tirmīdhī 1998, 2003)।

মূল্যবোধের অবক্ষয় : অবক্ষয় মানে ক্ষয়ে যাওয়া, হ্রাস পাওয়া, অবনতি ঘটা, পতন হওয়া ইত্যাদি। ধীরে ধীরে অথচ নিয়মিতভাবে ক্ষয়প্রাপ্তি; নিম্নগতি যেমন: সামাজিক অবক্ষয়, মূল্যবোধের অবক্ষয়, জাতীয় আদর্শের অবক্ষয় (বাংলা অভিধান)। অর্থাৎ এই গবেষণায় সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নৈতিকতা ও মূল্যবোধের গুণাবলি কমে যাওয়া বা শেষ হয়ে যাওয়াকে অবক্ষয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বাংলাদেশের বর্তমান সমাজব্যবস্থায় যেই ধরনের কাজগুলো বেশি হতে দেখা যাচ্ছে তার মধ্যে রয়েছে ধর্মবিমুখতা, মিথ্যাচার, ইভটিজিং, নারী-শিশু নির্যাতন ও নিরাপত্তাহীনতা, মাদকগ্রহণ প্রবণতা, ঘুষ, সুদ, দুর্নীতি, প্রতারণা, স্বজনপ্রীতি, অসৎ প্রতিযোগিতা, খাদ্যে ভেজাল, মাপে কম দেয়া, সিন্ডিকেট, অশ্লীলতা, যিনা, ব্যভিচার, পর্নোগ্রাফি, শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষার্থীদের যৌন হেনস্থাসহ নানাভাবে হেনস্থা, অপপ্রচার, অপদস্থতাসহ সকল ক্ষেত্রে নৈতিক অবক্ষয়। নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণে এই কাজগুলো চরম রূপ ধারণ করেছে। অথচ নৈতিক প্রাণী হিসেবে মানুষের মধ্যে আবশ্যিকভাবে থাকা উচিত সত্যবাদিতা, যথাযথ দায়িত্ব পালন করা, সচেতনতা, সততাসহ আরো অনেক নৈতিক গুণ। এই নৈতিক গুণগুলো মানুষের মধ্যে লোপ পাওয়ায় মানুষ সমাজে অনৈতিক কাজগুলো নির্দ্বিধায় করে চলছে। যারা করে চলছে তারা কোনো ভালো মানুষ বা প্রকৃত মুমিন নন।

গবেষণার উদ্দেশ্য

ব্রিটিশ শাসনের অবসানের মধ্য দিয়ে ভারতীয় উপমহাদেশে ভারত পাকিস্তান নামক দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। পাকিস্তান রাষ্ট্রের অধিভুক্ত ছিল বর্তমান বাংলাদেশ। পকিস্তানি শাসন-শোষণ নির্যাতনের অবসান ঘটিয়ে বাংলাদেশ ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে বিজয় অর্জন করে। শুরু হয় স্বাধীন বাংলাদেশের পথচলা, যে পথচলা পৌঁছতে চলেছে পঞ্চাশ বছরে। ইতিহাস বলে বাংলাদেশের অস্তিত্ব শশাঙ্ক, পাল, সেন শাসনামল থেকে উপমহাদেশ ও পাকিস্তান আমল পর্যন্ত। বাংলাদেশের এই দীর্ঘ পথপরিক্রমায়ও স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম তিন দশকে নৈতিকতার এত অধঃপতন ঘটেনি যতটা অধঃপতন ঘটেছে সাম্প্রতিক দুই দশকে। নৈতিক মূল্যবোধ হলো আল্লাহ কর্তৃক সুনির্দিষ্ট কতগুলো নিয়ম যা মানুষ মেনে চললে পৃথিবীতে মানবজাতি ও অন্যান্য সৃষ্টিকুল ভালো থাকবে আল্লাহ খুশি হবেন। কিন্তু যতদিন যাচ্ছে বাংলাদেশের সমাজ-ব্যবস্থায় নৈতিক মূল্যবোধের অধঃপতন কমাতে না পারায় তা লাগামহীনভাবে বৃদ্ধি পেয়ে চলছে। এতে সমাজে চরম অস্থিরতা বিরাজ করছে, দেখা দিয়েছে নানা সমস্যা যেমন: নিরাপত্তাহীনতা, নির্যাতন, যিনা, ব্যভিচার, মাদক, সুদ, ঘুষ, দুর্নীতি, লুটপাট, পণ্যে ও খাদ্যে ভেজাল, সিন্ডিকেটসহ অসংখ্য সমস্যা। যা সামাজিক স্থিরতা, স্থিতিশীলতা ধরে রাখার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। জনজীবন বিপর্যস্ত করে তুলছে বলে সকলেই মনে করছে। বাংলাদেশ দরিদ্র দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশের দিকে ধাবিত হলেও এই দেশের মানুষের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধের অবস্থান রয়েছে সর্বনিম্ন পর্যায়ে। একটি দেশ সরকারি ব্যবস্থাপনায়

অনেক বেশি চালিত হলেও পাশাপাশি প্রাইভেট ও ব্যক্তি মালিকানায়ও চালিত হয়। নৈতিক মূল্যবোধের অভাব বা মূল্যবোধহীনতা কোন রাষ্ট্র বা জাতির জন্য কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। কেননা আল্লাহ মানুষকে কতগুলো নিয়ম মানার জন্য দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। নিয়মগুলোর মধ্যে কোনটা ভালো আর কোনটা মন্দ তা নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে শিখিয়ে দিয়েছেন। ২০২০-২০২১ সালের বাংলাদেশের বাস্তবতা বলে মানুষ নিজেকে স্বাধীন মনে করে আল্লাহর নির্দেশ পালন করা হতে বিরত থেকে আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ কাজগুলো সবচেয়ে বেশি করে চলছে যা নৈতিক মূল্যবোধের পরিপন্থী। বাংলাদেশের সমাজ-ব্যবস্থায় নৈতিক মূল্যবোধহীন কর্মকাণ্ড বেশি হওয়ার জন্য নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় কতটা দায়ী তা জানার প্রয়োজন বোধ করছি। বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধের অধঃপতন ঘটেছে ও ঘটছে। এরকম অনেক রচনা পড়া এবং দেখা ও শোনার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সমাজ-ব্যবস্থায় নৈতিক মূল্যবোধের অধঃপতন সত্যি হচ্ছে কিনা তা গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণ করে দেখাতে আমি আগ্রহী হই। দেশে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাওয়ার পরও নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় এত বেশি কেন? অর্থাৎ শিক্ষার হার বৃদ্ধি এই অবক্ষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত কিনা? এই অবক্ষয় এর পেছনে কী যৌক্তিক কারণ রয়েছে তা খুঁজে বের করা, এর ফলাফলই বা কী, আদৌ এটি বন্ধ করার প্রয়োজন আছে কিনা, থাকলে বন্ধ করার উপায় কী হবে এবং এই অবক্ষয় কাদের দ্বারা বেশি হচ্ছে ইত্যাদি জিজ্ঞাসার উত্তর অনুসন্ধান করে বের করাই এই গবেষণার উদ্দেশ্য।

পূর্বানুমান

বাংলাদেশের সমাজ-ব্যবস্থায় নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় হচ্ছে।

গবেষণার প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের সমাজ-ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ কী এবং এর গুণাবলি কোনগুলো?

২. বাংলাদেশের সমাজ-ব্যবস্থায় নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় হচ্ছে কিনা?

৩. বাংলাদেশের সমাজ-ব্যবস্থায় নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কী কারণ রয়েছে?

৪. বাংলাদেশের সমাজ-ব্যবস্থায় এই অবক্ষয়ের ফলে কোন সামাজিক সমস্যা হচ্ছে কিনা?

৫. বাংলাদেশের সমাজ-ব্যবস্থায় নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় বন্ধ করার প্রয়োজন আছে কিনা ও কিভাবে করা যায়?

৬. বাংলাদেশের বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় কোন শ্রেণির মানুষ দ্বারা এই অবক্ষয় বেশি হচ্ছে?

সাহিত্য পর্যালোচনা

মো. জমির উদ্দীন (২০১৯) : ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকার ৬০তম সংখ্যায় (অক্টোবর-ডিসেম্বর-২০১৯) প্রকাশিত **"পারিবারিক মূল্যবোধ বিকাশে ইসলামি নৈতিক শিক্ষার গুরুত্ব : অভিভাবকের করণীয়"** শীর্ষক প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে মানবজীবন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজে কতগুলো নৈতিক বিধি-বিধান রয়েছে। এগুলো যথাযথভাবে মেনে চললে পরিবার ও সমাজে নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় বন্ধ করা সম্ভব হবে বলে তিনি বলেন। তিনি আরোও বলেন, একজন মানুষকে নৈতিকতা, ধার্মিকতা, ন্যায়পরায়ণতা ইত্যাদি বিষয় যদি শিক্ষা দেয়া হয় তাহলে আগামী দিন নীতি-নৈতিকতার উপর হওয়া স্বাভাবিক। এই গবেষণাটিতে বর্ণনা-বিশ্লেষণ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। গবেষণাটিতে পারিবারিক মূল্যবোধ বিকাশে ছাব্বিশটি নৈতিক গুণাবলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। গবেষণাটিতে এটাও বলা হয়েছে নৈতিক ও পারিবারিক অবক্ষয় যেমন একদিনে শুরু হয়নি তেমনি তা থেকে উত্তরণ দুই-এক মাসে সম্ভব নয়। তবে এগুলো রোধে পরিবারে ইসলামি নৈতিক শিক্ষা ও অনুশীলনের কোন বিকল্প নেই বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

মুহাম্মদ তাজ্জামুল হক ও ড. মোহাম্মদ নুরুল আমিন (২০১২) : ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকার ৩২তম সংখ্যায় (অক্টোবর-ডিসেম্বর-২০১২) প্রকাশিত **"বাংলাদেশের পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন ও ইসলামী নৈতিকতা : একটি পর্যালোচনা"** শীর্ষক গবেষণাটিতে বলা হয়েছে, বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় স্যাটেলাইট, মোবাইল প্রযুক্তি, ইন্টারনেট, সাইবার ক্যাফে এবং পর্নো সিডির মাধ্যমে অশ্লীল ভিডিও ও স্থির চিত্র ছড়িয়ে পড়ার প্রেক্ষাপটে নারী-পুরুষের পারিবারিক জীবন নানা রকম জটিল সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে, যা নৈতিক মূল্যবোধ অবক্ষয়ের জন্য অনেকাংশে দায়ী। বাংলাদেশ সরকার ২০১২ সালে পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণে আইন করেছে। বাংলাদেশে আইন অনুযায়ী সংরক্ষণ ও বাজারজাত করা নিষিদ্ধ। এই প্রবন্ধে পর্নোগ্রাফির বর্তমান পরিস্থিতি, নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে ইসলামি বিধান হিসেবে বিবাহপূর্ব যৌন সম্পর্ক, ব্যভিচার, সমকামিতা, নারী-পুরুষের গোপনাঙ্গ দেখা নিষিদ্ধকরণ, গর্হিত কাজ প্রতিরোধে মদ নিষিদ্ধকরণ ও পর্দা করার কথা বলেছেন। এতে তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার ভিত্তিতে তেরটি সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। এতে আরো বলা হয়েছে, নারী স্বাধীনতার নামে নারীকে যথেচ্ছভাবে বিজ্ঞাপনসামগ্রী এবং পর্নোগ্রাফিতে ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রবন্ধটিতে বলা হয়েছে যে বাংলাদেশের নৈতিক মূল্যবোধ রক্ষায় ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাই পর্নোগ্রাফি হতে বাংলাদেশের মানুষকে মুক্ত রাখার একমাত্র উপায়।

মো. মতিউর রহমান, মো. আবদুল্লাহ আল ইউনুস, মো. কামাল উদ্দীন (২০১৮) : *Crisis of Morals and Values: A Bangladesh Perspective* শীর্ষক গবেষণাটিতে নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের দেশি-বিদেশি বিভিন্ন চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। মিশ্র পদ্ধতি অনুসরণ করে গবেষণাটি করা হয়েছে। এতে ২০ টি প্রশ্ন ছিল। তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০০ জন শিক্ষার্থী থেকে প্রশ্নমালার আলোকে তথ্য নেয়া হয়েছে; এছাড়া ১০ জন শিক্ষক ও অভিজাত (অধ্যক্ষ, মসজিদের খতিব, চেয়ারম্যন, সমাজকর্মী) ব্যক্তি থেকে সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে। কুমিল্লা জেলার গ্রামাঞ্চলে একটি নিবিড় জরিপ চালানো হয়েছে। গবেষণার

উদ্দেশ্য ছিল তৃণমূল স্তর থেকে সর্বত্র বিদ্যমান নৈতিকতা ও মূল্যবোধের সংকটের তীব্রতা অনুসন্ধান করা। এই অবক্ষয় সম্পর্কে সবাই তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন এমনকি অবনতির জন্য ধর্মীয় শিক্ষার ওপর জোর দিয়েছিলেন। এতে বলা হয়েছে, অল্পবয়সী ছেলে-মেয়েরা অনৈতিকতার কুফল থেকে মুক্ত নয়। এটি হতে মুক্ত হবার জন্য মন পরিবর্তন করার কথা বলেন এবং সরকারি ও স্বতন্ত্র প্রচেষ্টা দ্বারাও এটি নিরাময় করার কথা বলেন। গবেষণাটিতে বলা হয়েছে, এই ফলাফল মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করবে সরকারের নীতিমালা তৈরিতে সহায়ক হবে।

মিলিশা এ. হোয়েলার, মিলানি মেক গ্রেথ, নিক হাসলাম (২০১৯) : *Twentieth Century Morality: The Rise and Fall of Moral Concepts from 1900 to 2007* অ্যাঙ্গলোফোন (ইংরেজিভাষী) বিশ্বে বিশ শতকের নৈতিকতা সাংস্কৃতিক সচ্ছলতার প্রবণতাগুলো যেমন নৈতিক ভাষার ব্যবহারের পরিবর্তনের প্রতিচ্ছবি হিসেবে চিহ্নিত করেছে গুগল বুকস। অনুসন্ধানটি করা হয়েছিল ডাটাবেস ব্যবহার করে। এটি সংস্কৃতিতে ঐতিহাসিক পরিবর্তন নিয়ে একটি গুণগত গবেষণা ছিল। এতে বলা হয়েছে, বিগত শতাব্দীর শুরু হতে সাধারণভাবে নৈতিকতার সাংস্কৃতিক সচ্ছলতার একটি প্রগতিশীল হ্রাস ঘটেছে বলে মনে করা হয় তবে ১৯৮০ এর দশক এর গোড়ার দিক থেকে এর ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে বলে তুলে ধরা হয়।

নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়-এর একটা সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরতে, এই অবক্ষয়ের সমাধান কিভাবে করা যায় তা বের করতে কোনো একক জেলার ওপর ও সকল পেশার মানুষকে নিয়ে এখনো কোনো গবেষণা হয় নি।

গবেষণার পদ্ধতি

আমি আমার গবেষণার তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রাথমিক উপাত্ত ব্যবহার করেছি।

গবেষণার ধরন : এটি একটি মিশ্র গবেষণা। গবেষণার তথ্যসংগ্রহ ও তথ্যবিশ্লেষণের ক্ষেত্রে গুণগত ও পরিমাণগত গবেষণার বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করা হয়েছে।

নমুনায়নের পরিকল্পনা

(ক) **তথ্যবিশ্ব :** নোয়াখালী জেলার ৯ টি উপজেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। এখানে সমগ্র নোয়াখালীর স্থায়ী ভাবে বসবাসরত অধিবাসীরা হলো সমগ্রক বা তথ্যবিশ্ব।

(খ) **গবেষণার সীমাবদ্ধতা :** গবেষণাটি নোয়াখালী জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে।

(গ) **নমুনার আকার :** নিঃসম্ভবনা নমুনায়নের (Non-Random Sampling) সুবিধাজনক ও স্নোবল নমুনায়ন ব্যবহার করে ২২৫ জনকে বাছাই করা হয়েছে। অর্থাৎ এই গবেষণার মোট নমুনা ২২৫জন।

তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ও উপকরণ

প্রথমিক উপাত্ত : প্রাথমিক উপাত্ত সংগ্রহের জন্য মিশ্র প্রশ্নমালা, সাক্ষাৎকার, পর্যবেক্ষণ ও সহায়ক উপাদান হিসেবে ইমেইল, মেসেঞ্জার, হোয়াটসএ্যাপ, মোবাইল ব্যবহার করা হয়েছে।

গৌণ উপাত্ত : গৌণ উপাত্তের জন্য গুগল সার্চ ইঞ্জিন, বিভিন্ন আর্টিকেল, দেশি-বিদেশি জার্নাল ব্যবহার করা হয়েছে।

উপাত্ত বিশ্লেষণ পদ্ধতি

প্রাথমিকভাবে প্রাপ্ত উপাত্তগুলো বিশ্লেষণের জন্য ট্যালি চিহ্ন ও শতকরা হার ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য চার্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে।

প্রাপ্ততথ্য উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ

জেলা সংক্রান্ত তথ্যগ্রাফ : গ্রাফ নং-০১

বিশ্লেষণ : জেলার তথ্যের ভিত্তিতে সারণি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ২২৫ জনই হলো নোয়াখালী জেলার অধিবাসী যার শতকরা হার হলো ১০০%।

উপজেলা-সংক্রান্ত তথ্যগ্রাফ : গ্রাফ নং-০২

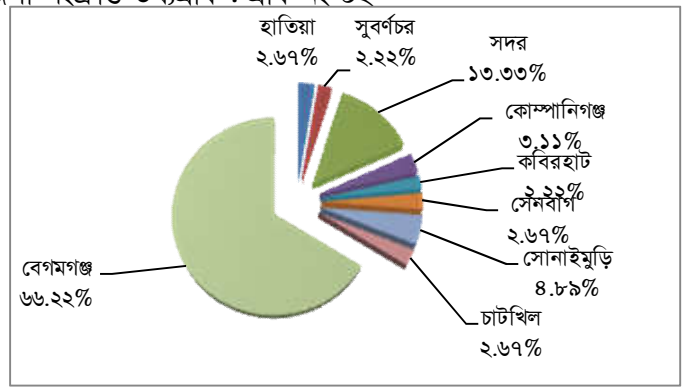

বিশ্লেষণ: উপজেলা-সংক্রান্ত তথ্যের ভিত্তিতে সারণি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, হাতিয়ার ৬ জন যার শতকরা হার ২.৬৭%। সুবর্ণচর এর ৫ জন যার শতকরা হার ২.২২%। সদর এর ৩০ জন যার শতকরা হার ১৩.৩৩%। কোম্পানিগঞ্জ এর ৭ জন যার শতকরা হার ৩.১১%। কবিরহাট এর ৫ জন যার শতকরা হার ২.২২%। সেনবাগ এর ৬ জন যার শতকরা হার ২.৬৭%। সোনাইমুড়ি এর ১১ জন যার শতকরা হার ৪.৮৯%, চাটখিল এর ৬ জন যার শতকরা হার ২.৬৭% এবং বেগমগঞ্জ এর ১৪৯ জন যার শতকরা হার ৬৬.২২%। অর্থ্যাৎ ৯ উপজেলার ২২৫ জন যার শতকরা হার ১০০%।

ধর্ম-সংক্রান্ত তথ্যগ্রাফ : গ্রাফ নং-০৩

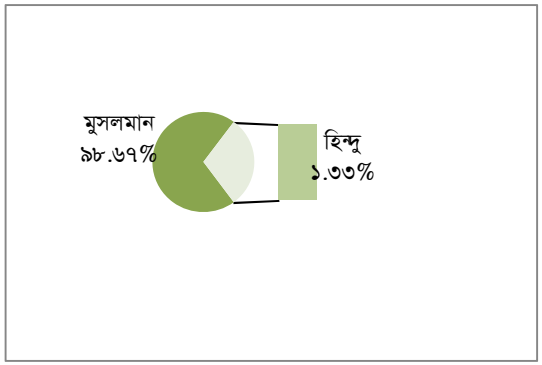

বিশ্লেষণ : ধর্ম-সংক্রান্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রাপ্ত উত্তর বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এতে দুটো ধর্মের লোক রয়েছেন। তাই উত্তরগুলোকে দুটো সারণি করা হয়েছে যাতে মুসলমান রয়েছেন ২২২ জন যার শতকরা হার ৯৮.৬৭% এবং হিন্দু রয়েছেন ৩ জন যার শতকরা হার ১.৩৩%।

লিঙ্গ-সংক্রান্ত তথ্যগ্রাফ : গ্রাফ নং-৪

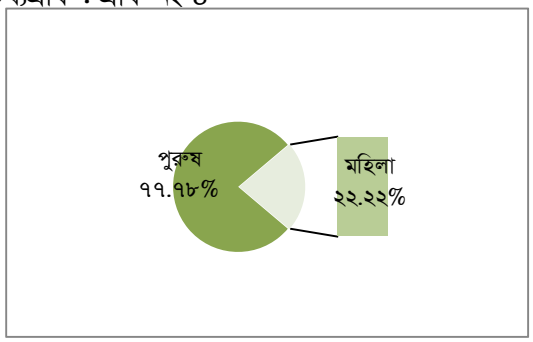

বিশ্লেষণ: লিঙ্গ-সংক্রান্ত তথ্যের ভিত্তিতে সারণি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এখানে পুরুষ রয়েছেন ১৭৫ জন যার শতকরা হার ৭৭.৭৮%। মহিলা রয়েছেন ৫০ জন যার শতকরা হার ২২.২২%।

বয়স-সংক্রান্ত তথ্যগ্রাফ : গ্রাফ নং-০৫

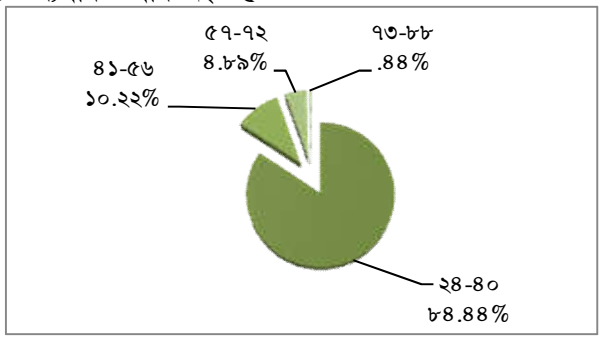

বিশ্লেষণ: বয়স-সংক্রান্ত তথ্যের ভিত্তিতে সারণি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ২৪-৪০ এর মধ্যে রয়েছেন ১৯০ জন যার শতকরা হার ৮৪.৪৪%। ৪১-৫৬ এর মধ্যে রয়েছেন ২৩ জন যার শতকরা হার ১০.২২%। ৫৭-৭২ এর মধ্যে রয়েছেন ১১ জন যার শতকরা হার ৪.৮৯%। ৭৩-৮৮ এর মধ্যে রয়েছেন ১ জন যার শতকরা হার .৪৪%।

শিক্ষার ভিত্তিতে সারণিগ্রাফ : গ্রাফ নং-০৬

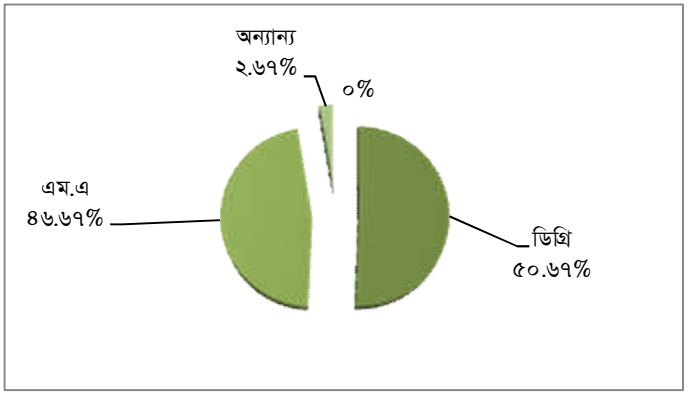

বিশ্লেষণ: শিক্ষা-সংক্রান্ত তথ্যের ভিত্তিতে সারণি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ডিগ্রি পাশ রয়েছেন ১১৪ জন যার শতকরা হার ৫০.৬৭%। এম.এ পাশ রয়েছেন ১০৫ জন যার শতকরা হার ৪৬.৬৭%। অন্যান্য (বিএসসি ডিপ্লোমা, তথ্য দেননি) রয়েছেন ৬ জন যার শতকরা হার ২.৬৭%।

পেশা সংক্রান্ত তথ্যগ্রাফ : গ্রাফ নং-০৭

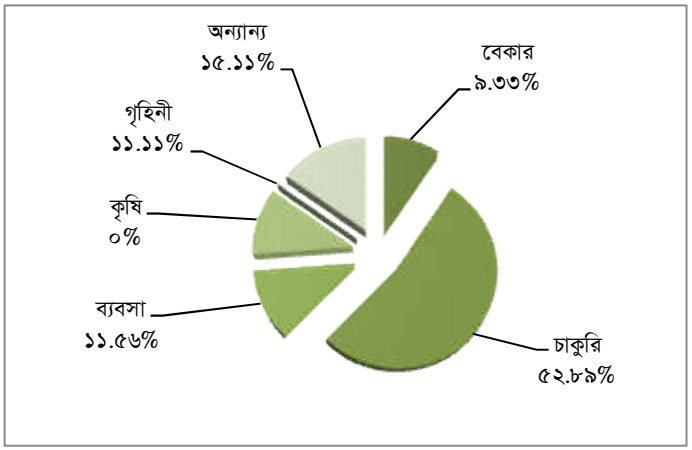

বিশ্লেষণ : পেশা সংক্রান্ত তথ্যের ভিত্তিতে সারণি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বেকার রয়েছেন ২১ জন যার শতকরা হার ৯.৩৩%। চাকুরিরত রয়েছেন ১১৯ জন যার শতকরা হার ৫২.৮৯%। ব্যবসারত রয়েছেন ২৬ জন যার শতকরা হার ১১.৫৬%। গৃহিণী রয়েছেন ২৫ জন যার শতকরা হার ১১.১১%। কৃষিকাজে রত রয়েছেন ০ জন যার

শতকরা হার ০%। অন্যান্য (ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ঠিকাদার, ইমাম, বিদেশগামী, চাকুরি হতে অবসর, পেশার উত্তর দেননি) রয়েছেন ৩৪ জন যার শতকরা হার ১৫.১১%।

নৈতিকতার সংজ্ঞা (নৈতিকতা হলো সমাজ ও মানুষের সুস্থ-সুন্দর জীবন চলার নিয়ম) সংক্রান্ত তথ্যগ্রাফ : গ্রাফ নং-০৮

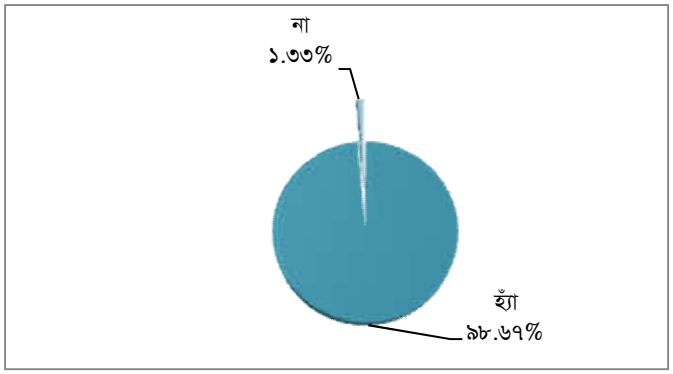

বিশ্লেষণ : নৈতিকতার সংজ্ঞা-সংক্রান্ত তথ্যের ভিত্তিতে সারণি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সংজ্ঞাটি হ্যাঁ বলে সমর্থন করেছে ২২২ জন যার শতকরা হার ৯৮.৬৭%। সংজ্ঞাটি না বলে সমর্থন করেছে ৩ জন যার শতকরা হার ১.৩৩%।

মূল্যবোধের সংজ্ঞা (সমাজে প্রচলিত নিয়ম-নীতির (ধর্মীয়) মধ্যে ভালো কাজগুলোকে ভালো বলে গ্রহণ ও মন্দ কাজগুলোকে মন্দ বলে বর্জন করার মনোভাব) সংক্রান্ত তথ্যগ্রাফ : গ্রাফ নং-০৯

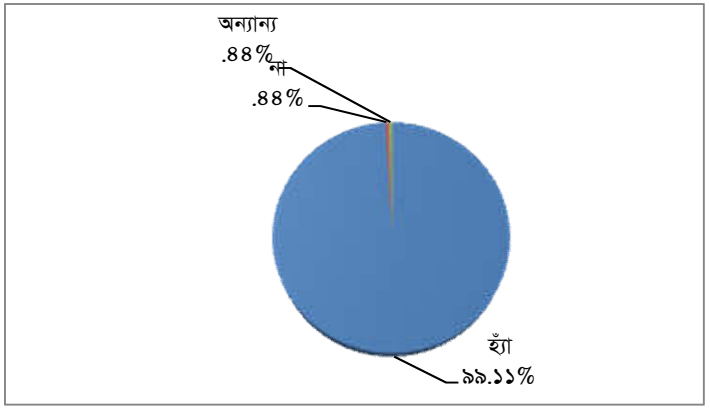

বিশ্লেষণ: মূল্যবোধের সংজ্ঞাসংক্রান্ত তথ্যের ভিত্তিতে সারণি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সংজ্ঞাটি হ্যাঁ বলে সমর্থন করেছেন ২২৩ জন যার শতকরা হার ৯৯.১১%। সংজ্ঞাটি না বলে সমর্থন করেছেন ১ জন যার শতকরা হার .৪৪%। অন্যান্য (উত্তর করেনি) করেছেন ১ জন যার শতকরা হার .৪৪%।

নৈতিক মূল্যবোধ কোনগুলো সংক্রান্ত তথ্যগ্রাফ : গ্রাফ নং-১০

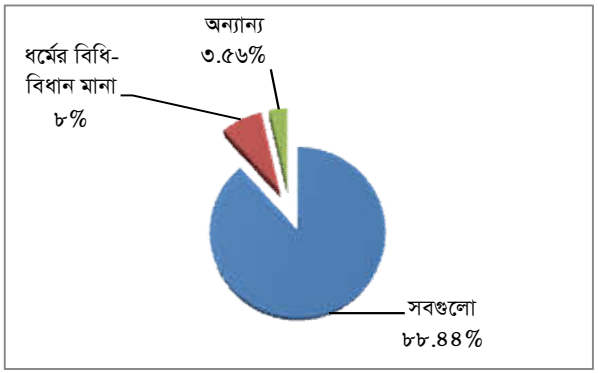

বিশ্লেষণ : নৈতিক মূল্যবোধ কোনগুলো এই প্রশ্নের প্রাপ্ত উত্তর বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রাপ্ত উত্তরগুলোকে ৩ টি সারণিতে ভাগ করে উপস্থাপন করা সম্ভব। ভাগকৃত সারণি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সবগুলো উত্তর করেছেন ১৯৯ জন যার শতকরা হার ৮৮.৪৪%। ধর্মের বিধি-বিধান বলে উত্তর করেছেন ১৮ জন যার শতকরা হার ৮%। অন্যান্য (অল্প কয়টাতে টিক চিহ্ন দিয়েছেন, উত্তর করেননি) ৮ জন যার শতকরা হার ৩.৫৬%।

[উল্লেখ্য, এতগুলো নৈতিক মূল্যবোধের উপাদানের সারণি করা সম্ভবপর নয় বলে প্রাপ্ত উত্তরগুলো বিশ্লেষণ করে তিন ধাপে সাজানো সম্ভব হয়েছে বলে ৩ টি সারণিতে ভাগ করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।]

ব্যক্তিমাত্রই নৈতিক মূল্যবোধ মানা আবশ্যক সংক্রান্ত তথ্যগ্রাফ : গ্রাফ নং-১১

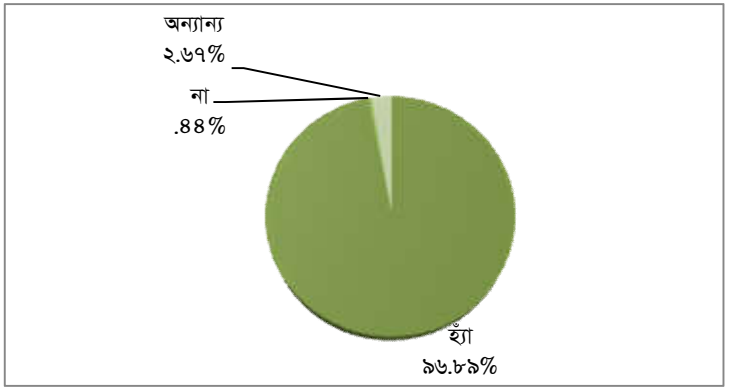

বিশ্লেষণ : ব্যক্তি মাত্রই নৈতিক মূল্যবোধ মানা আবশ্যক কিনা এই প্রশ্নের প্রাপ্ত উত্তরগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রাপ্ত উত্তরগুলো হ্যাঁ, না, অন্যান্য এই ৩ টি সারণিতে উপস্থাপন করা যায়। এখানে হ্যাঁ উত্তর করেছেন ২১৮ জন যার শতকরা হার ৯৬.৮৯%। না উত্তর করেছেন ১ জন যার শতকরা হার .৪৪%। অন্যান্য (উত্তর

দেননি, উত্তর যথাযথ হয়নি, ব্যক্তির নিজের ভিতর মূল্যবোধ থাকা আবশ্যক বলেছেন) উত্তর করেছেন ৬ জন যার শতকরা হার ২.৬৭%।

নৈতিক মূল্যবোধ বর্তমান সমাজের মানুষের মধ্যে আছে কিনা সংক্রান্ত তথ্যগ্রাফ : গ্রাফ নং-১২

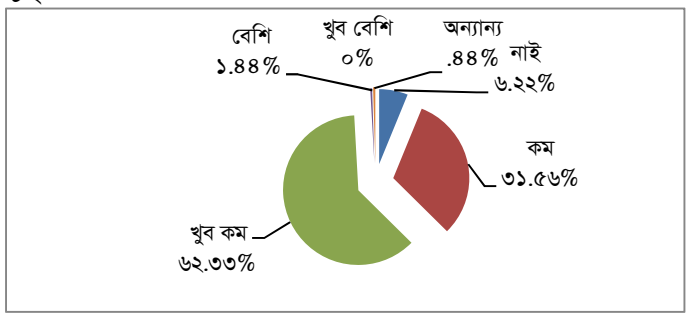

বিশ্লেষণ: নৈতিক মূল্যবোধ বর্তমান সমাজের মানুষের মধ্যে আছে কিনা এই সংক্রান্ত তথ্যের ভিত্তিতে সারণি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, নাই বলেছেন ১৪ জন যার শতকরা হার ৬.২২%। কম আছে বলেছেন ৭১ জন যার শতকরা হার ৩১.৫৬%। খুব কম আছে বলেছেন ১৩৮ জন যার শতকরা হার ৬২.৩৩%। বেশি আছে বলেছেন ১ জন যার শতকরা হার .৪৪%। খুব বেশি আছে বলেছেন ০ জন যার শতকরা হার ০%। অন্যান্য (কমবেশি ওঠা-নামা করে) বলেছেন ১ জন যার শতকরা হার ০.৪৪%।

নৈতিক মূল্যবোধ ৩০-৪০ বছর আগে মানুষের মধ্যে কেমন ছিল সংক্রান্ত তথ্যগ্রাফ : গ্রাফ নং-১৩

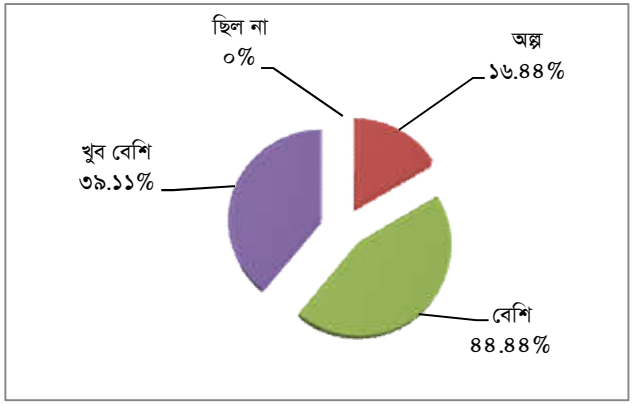

বিশ্লেষণ : নৈতিক মূল্যবোধ ৩০-৪০ বছর আগে মানুষের মধ্যে কেমন ছিল এই সংক্রান্ত তথ্যের ভিত্তিতে সারণি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ছিল না বলেছেন ০ জন যার শতকরা হার ০%। অল্প ছিল বলেছেন ৩৭ জন যার শতকরা হার ১৬.৪৪%। বেশি ছিল বলেছেন ১০০ জন যার শতকরা হার ৪৪.৪৪%। খুব বেশি ছিল বলেছেন ৮৮ জন যার শতকরা হার ৩৯.১১%।

সমাজের মানুষের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় হচ্ছে কিনা সংক্রান্ত তথ্যগ্রাফ : গ্রাফ নং-১৪

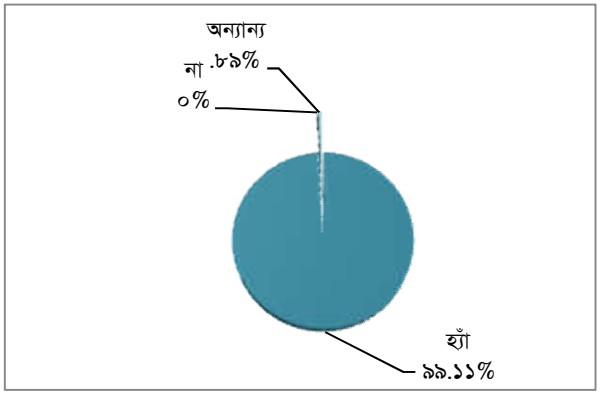

বিশ্লেষণ : সমাজের মানুষের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় হচ্ছে কিনা এই প্রশ্নের প্রাপ্ত উত্তরগুলোকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রাপ্ত উত্তরগুলো হ্যাঁ, না, অন্যান্য এই ৩ টি সারণিতে উপস্থাপন করা যায়। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এখানে হ্যাঁ উত্তর করেছেন ২২৩ জন যার শতকরা হার ৯৯.১১%। না উত্তর করেছেন ০ জন যার শতকরা হার ০%। অন্যান্য (ব্যাপক হারে, বেশি হারে) উত্তর করেছেন ২ জন যার শতকরা হার .৮৯%।

কত দশক হতে এ অবক্ষয় শুরু হয়েছে বলে আপনি মনে করেন সংক্রান্ত তথ্যগ্রাফ : গ্রাফ নং-১৫

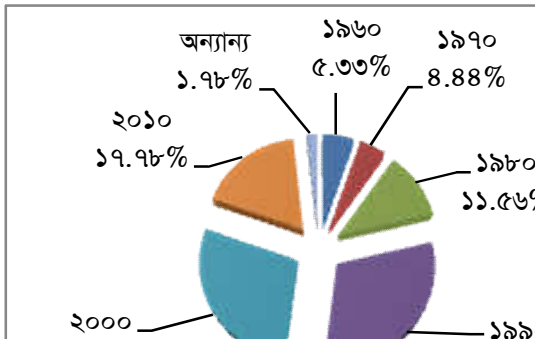

বিশ্লেষণ : কত দশক হতে এ অবক্ষয় শুরু হয়েছে বলে আপনি মনে করেন এর ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ১৯৬০ সাল থেকে বলেছেন ১২ জন যার শতকরা হার ৫.৩৩%। ১৯৭০ সাল থেকে বলেছেন ১০ জন যার শতকরা হার ৪.৪৪%। ১৯৮০ সাল থেকে বলেছেন ২৬ জন যার শতকরা হার ১১.৫৬%। ১৯৯০ সাল থেকে বলেছেন ৬৯ জন যার শতকরা হার ৩০.৬৭%। ২০০০ সাল থেকে বলেছেন ৬৪ জন যার শতকরা হার ২৮.৪৪% এবং ২০১০ সাল থেকে বলেছেন ৪০

জন যার শতকরা হার ১৭.৭৮%। অন্যান্য (উত্তর করেননি, মানব সৃষ্টির শুরু হতে) বলেছেন ৪ জন যার শতকরা হার ১.৭৮%।

নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণ সংক্রান্ত তথ্যগ্রাফ : গ্রাফ নং-১৬

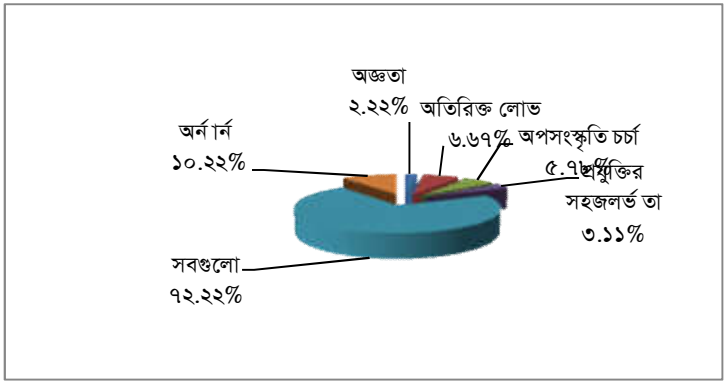

বিশ্লেষণ : নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণ সংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এখানে অজ্ঞতার কথা বলেছেন ৫ জন যার শতকরা হার ২.২২%। অতিরিক্ত লোভ এর কথা বলেছেন ১৫ জন যার শতকরা হার ৬.৬৭%। অপসংস্কৃতির কথা বলেছেন ১৩ জন যার শতকরা হার ৫.৭৮%। প্রযুক্তির সহজলভ্যতার কথা বলেছেন ৭ জন যার শতকরা হার ৩.১১%। সবগুলোর কথা বলেছেন ১৬২ জন যার শতকরা হার ৭২.২২%। অন্যান্য (কেউ ২ টা, কেউ ৩টা কেউ ৪টাতে টিক চিহ্ন দিয়েছেন, ১ জন বলেছেন, ১টাও না) বলেছেন ২৩ জন যার শতকরা হার ১০.২২%।

নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের ফলে সামাজিক সমস্যা হচ্ছে কিনা সংক্রান্ত তথ্যগ্রাফ : গ্রাফ নং-১৭

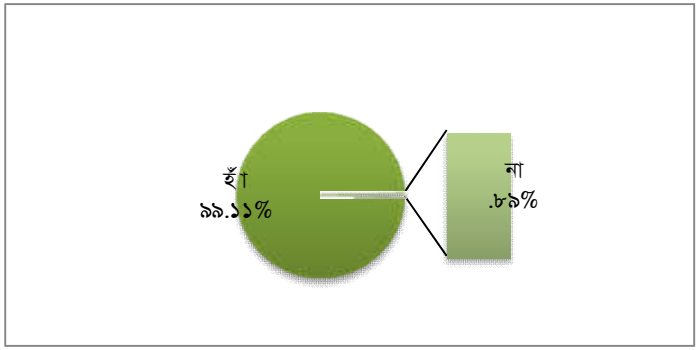

বিশ্লেষণ: নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের ফলে সামাজিক সমস্যা হচ্ছে কিনা এর ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, হ্যাঁ বলেছেন ২২৩ জন যার শতকরা হার ৯৯.১১%। না বলেছেন ২ জন, যার শতকরা হার .৮৭%।

নৈতিক মূল্যবোধহীন মানুষ কীসে পরিণত হয় সংক্রান্ত তথ্যগ্রাফ : গ্রাফ নং-১৮

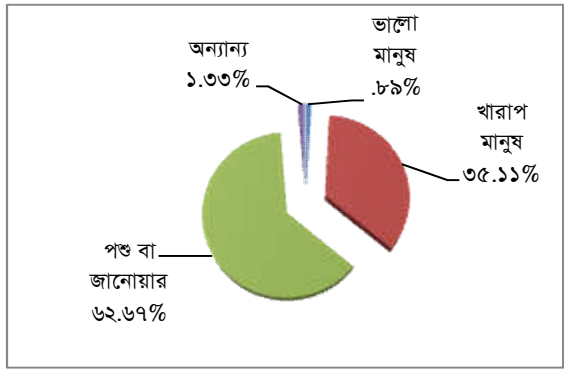

বিশ্লেষণ : নৈতিক মূল্যবোধহীন মানুষ কীসে পরিণত হয় এর ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ভালো মানুষে পরিণত হয় বলেছেন ২ জন যার শতকরা হার .৮৯%। খারাপ মানুষে পরিণত হয় বলেছেন ৭৯ জন যার শতকরা হার ৩৫.১১%। পশু বা জানোয়ারে পরিণত হয় বলেছেন ১৪১ জন যার শতকরা হার ৬২.৬৭%। অন্যান্য (উত্তর দেননি) বলেছেন ৩ জন যার শতকরা হার ১.৩৩%।

বর্তমান সমাজে শতকরা কতজন মানুষ নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন সংক্রান্ত তথ্যগ্রাফ : গ্রাফ নং-১৯

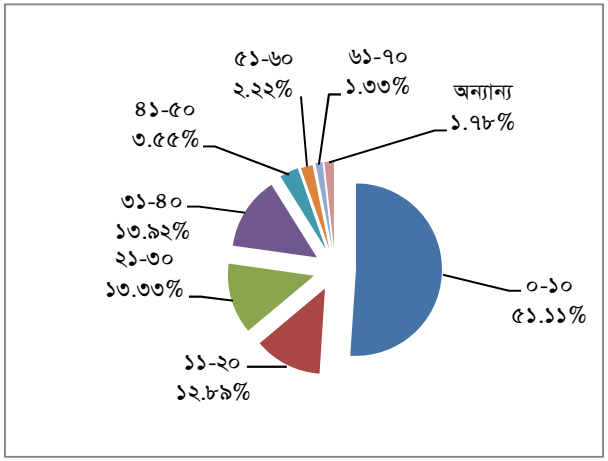

বিশ্লেষণ : বর্তমান সমাজে শতকরা কতজন মানুষ নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন এর ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ০-১০ জন আছে বলেছেন ১৫ জন যার শতকরা হার ৫১.১১%। ১১-২০ জন আছে বলেছেন ২৯ জন যার শতকরা হার ১২.৮৯%।২১-৩০ জন আছে বলেছেন ৩০ জন যার শতকরা হার ১৩.৩৩%।৩১-৪০ জন আছে বলেছেন ৩১ জন যার শতকরা হার ১৩.৯২%।৪১-৫০ জন আছে বলেছেন ৮ জন যার

শতকরা হার ৩.৫৬%।৫১-৬০ জন আছে বলেছেন ৫ জন যার শতকরা হার ২.২২%।৬১-৭০ জন আছে বলেছেন ৩ জন যার শতকরা হার ১.৩৩%। অন্যান্য (নাই, জানা নাই, উত্তর দেননি) বলেছেন ৪ জন যার শতকরা হার ১.৭৮%।

৩০-৪০ বছর আগে শতকরা কতজন মানুষ নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন ছিল সংক্রান্ত তথ্যগ্রাফ : গ্রাফ নং-২০

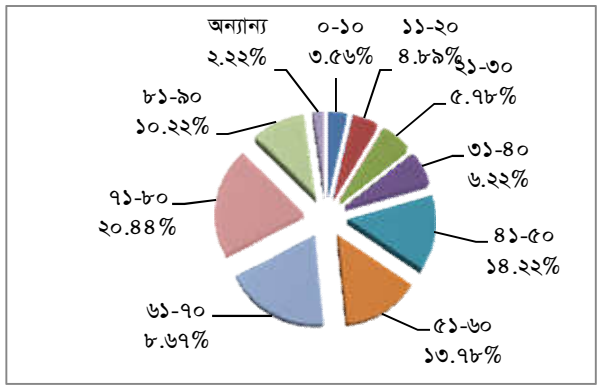

বিশ্লেষণ: ৩০-৪০ বছর আগে শতকরা কতজন মানুষ নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন ছিল এর ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ০-১০ জন ছিল বলেছেন ৮ জন যার শতকরা হার ৩.৫৬%। ১১-২০ জন আছে বলেছেন ১১ জন যার শতকরা হার ৪.৮৯%। ২১-৩০ জন আছে বলেছেন ১৩ জন যার শতকরা হার ৫.৭৮%। ৩১-৪০ জন আছে বলেছেন ১৪ জন যার শতকরা হার ৬.২২%। ৪১-৫০ জন আছে বলেছেন ৩২ জন যার শতকরা হার ১৪.২২%। ৫১-৬০ জন আছে বলেছেন ৩১ জন যার শতকরা হার ১৩.৭৮%। ৬১-৭০ জন আছে বলেছেন ৪২ জন যার শতকরা হার ১৮.৬৭%। ৭১-৮০ জন আছে বলেছেন ৪৬ জন যার শতকরা হার ২০.৪৪%। ৮১-৯০ জন আছে বলেছেন ২৩ জন যার শতকরা হার ১০.২২%। অন্যান্য (জানা নাই, উত্তর দেননি) বলেছেন ৫ জন যার শতকরা হার ২.২২%।

সমাজে নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় বন্ধ করার প্রয়োজন আছে কিনা সংক্রান্ত তথ্যগ্রাফ : গ্রাফ নং-২১

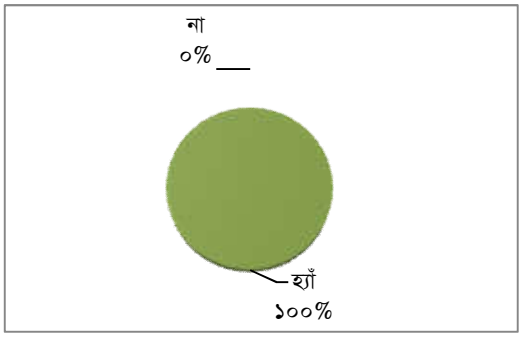

বিশ্লেষণ: সমাজে নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় বন্ধ করার প্রয়োজন আছে কিনা এর ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, হ্যাঁ বলেছেন ২২৫ জন যার শতকরা হার ১০০%। না বলেছেন ০ জন যার শতকরা হার ০%।

সমাজে নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় বন্ধে 'ধর্মের বিধান' নৈতিকতার প্রধান মানদণ্ড হবে কিনা সংক্রান্ত তথ্যগ্রাফ : গ্রাফ নং-২২

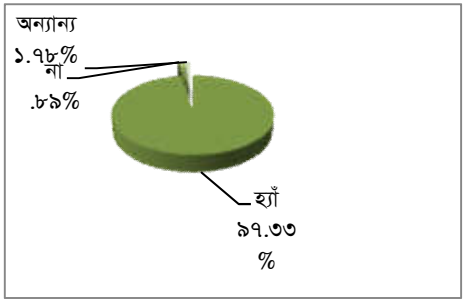

বিশ্লেষণ : সমাজে নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় বন্ধে 'ধর্মের বিধান' নৈতিকতার প্রধান মানদণ্ড হবে কিনা এর ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্যবিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, হ্যাঁ বলেছেন ২১৯ জন যার শতকরা হার ৯৭.৩৩%। না বলেছেন ২ জন যার শতকরা হার .৮৯%। অন্যান্য (উত্তর দেননি) বলেছেন ৪ জন যার শতকরা হার ১.৭৮%।

সমাজে নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় বন্ধ করার মাধ্যম সংক্রান্ত তথ্যগ্রাফ : গ্রাফ নং-২৩

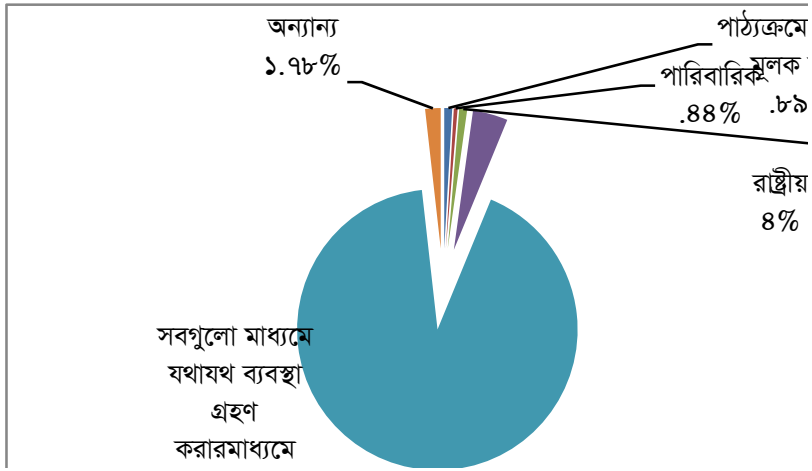

বিশ্লেষণ: সমাজে নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় বন্ধ করার মাধ্যম এর ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, পাঠ্যক্রমে নৈতিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার কথা বলেছেন ২ জন যার শতকরা হার .৮৯%। পারিবারিক বলেছেন ১ জন যার শতকরা হার .৪৪%। সামাজিক বলেছেন ২ জন যার শতকরা হার .৮৯%। রাষ্ট্রীয় বলেছেন ৯ জন যার শতকরা হার ৪%। সব পর্যায়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার মাধ্যমে

বলেছেন ২০৭ জন যার শতকরা হার ৯২%। অন্যান্য (কেউ ১টা, কেউ ২টা, কেউ ৩টা বলেছেন, উত্তর দেননি) বলেছেন ৪ জন যার শতকরা হার ১.৭৮%।

নৈতিকতার চর্চা শিশু বয়স হতে শুরু করে জীবনের সকল কাজে করা উচিত কিনা সংক্রান্ত তথ্যগ্রাফ : গ্রাফ নং-২৪

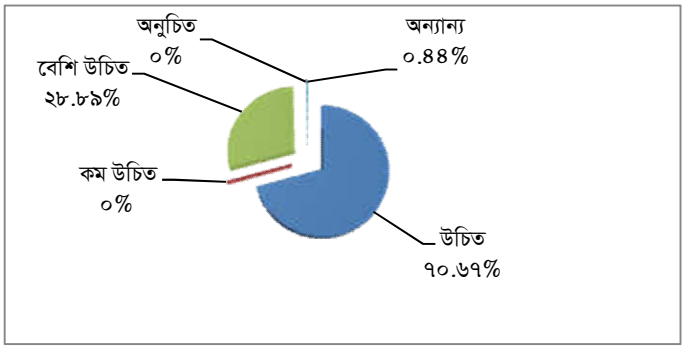

বিশ্লেষণ : নৈতিকতার চর্চা শিশু বয়স হতে শুরু করে জীবনের সকল কাজে করা উচিত কিনা এর ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, উচিত বলেছেন ১৫৯ জন যার শতকরা হার ৭০.৬৭%। কম উচিত বলেছেন ০ জন যার শতকরা হার ০%। বেশি উচিত বলেছেন ৬৫ জন যার শতকরা হার ২৮.৮৯%। অনুচিত বলেছেন ০ জন যার শতকরা হার ০%। অন্যান্য (উত্তর দেননি) বলেছেন ১ জন যার শতকরা হার .৪৪%।

বর্তমান সমাজে কোন শ্রেণির মানুষ দ্বারা নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় বেশি হচ্ছে সংক্রান্ত তথ্যগ্রাফ : গ্রাফ নং-২৫

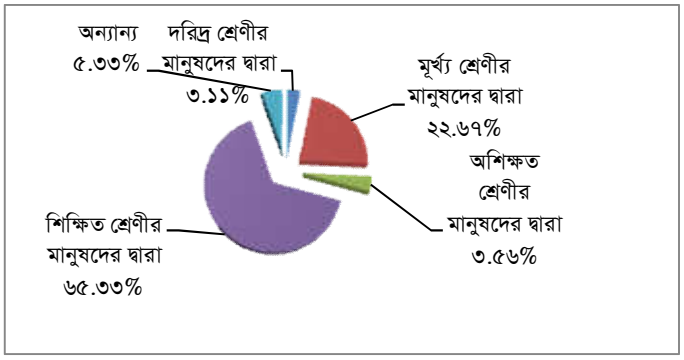

বিশ্লেষণ : বর্তমান সমাজে কোন শ্রেণির মানুষ দ্বারা নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় বেশি হচ্ছে এমন প্রশ্নের প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, দরিদ্র শ্রেণীর মানুষদের দ্বারা হচ্ছে বলেছেন ৭ জন যার শতকরা হার ৩.১১%। মূর্খ শ্রেণির মানুষদের দ্বারা হচ্ছে বলেছেন ৫১ জন যার শতকরা হার ২২.৬৭%। অশিক্ষিত শ্রেণির মানুষদের দ্বারা হচ্ছে বলেছেন ৮ জন যার শতকরা হার ৩.৫৬%। শিক্ষিত

শ্রেণির মানুষ দ্বারা হচ্ছে বলেছেন ১৪৭ জন যার শতকরা হার ৬৫.৩৩%। অন্যান্য (সকল শ্রেণীর দ্বারা, যুবকদের দ্বারা, ২ বা ৩টা বলেছেন, উত্তর দেননি) বলেছেন ১২ জন যার শতকরা হার ৫.৩৩%।

ফলাফল

বাংলাদেশের সমাজ-ব্যবস্থায় সত্যিই নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় হচ্ছে কিনা তা গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণ করার জন্য বাংলাদেশের ৬৪ টি জেলার মধ্যে নোয়াখালী জেলাকে গবেষণার জন্য বাছাই করা হয়েছে। নোয়াখালীর ৯ টি উপজেলা হতে ন্যূনতম ৫ জন করে মোট ২২৫ জনকে নমুনা হিসেবে বাছাই করে গবেষণার জন্য তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এই গবেষণার ২২৫ জন নমুনার সবাই নোয়াখালীতে বাস করেন।

গবেষণার জন্য বাছাইকৃত নমুনা হতে তথ্য সংগ্রহ করে প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ২২৫ জনই নোয়াখালী জেলার স্থায়ী অধিবাসী। যারা নোয়াখালীর ৯ টি উপজেলা হতে নির্বাচিত। যাদের মধ্যে মুসলমান সবচেয়ে বেশি (৯৮.৬৭%)। এদের সকলের বয়স ২৪-৮৮ এর মধ্যে এবং সকলে ন্যূনতম ডিগ্রি সম্পন্ন করেছেন। অনেকে এখনও কোন কর্মের ব্যবস্থা না করতে পারলেও (৯.৩৩%) চাকরিরত রয়েছেন সবচেয়ে বেশি (৫২.৮৯%)।

গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়, নৈতিকতা হলো সমাজ ও মানুষের সুস্থ-সুন্দর জীবন চলার নিয়ম-নীতি যাকে প্রায় সকলে হ্যাঁ (৯৮.৬৭%) বলে সমর্থন করেছেন। মূল্যবোধ হলো সমাজে প্রচলিত (ধর্মীয়) নিয়ম-নীতির মধ্যে ভালো কাজগুলোকে ভালো বলে গ্রহণ ও মন্দ কাজগুলোকে মন্দ বলে বর্জন করা যাকে প্রায় সকলেই হ্যাঁ (৯৯.১১%) বলে সমর্থন করেছেন। সমাজে বসবাসরত মানুষের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ কোনগুলো তা জানতে চাওয়া হলে অনেকে বলেছেন ধর্মীয় বিধি-বিধান মানা (৮%) আবার বেশির ভাগ উত্তরদাতা বলেছেন সবগুলোই (৮৮.৪৪%) নৈতিক মূল্যবোধ।

গবেষণায় দেখা যায়, প্রায় সকলেই মনে করছেন ব্যক্তি যদি পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রে বসবাস করে তাহলে অবশ্যই তার নৈতিক মূল্যবোধ মেনে বাস করতে হবে (৯৬.৮৯%)। যদিও অনেকেই বলেছেন, বর্তমান সমাজে নৈতিক মূল্যবোধ একেবারে নেইই (৬.২২%) তারপরও বেশিরভাগ উত্তরদাতা মনে করছেন যেটা আছে তা কম এবং খুবই কম (৯২.৮৯%) এবং তারা এও মনে করছেন ৩০-৪০ বছর আগে এই নৈতিক মূল্যবোধ ছিল বেশি এবং খুব বেশি (৮৩.৫৬%)। আগে এই নৈতিক মূল্যবোধ বেশি ছিল বর্তমানে অনেক কমে গেল কেন? এর উত্তর হিসেবে ধর্মীয় শিক্ষার অভাব বা ঘাটতি, ধর্মীয় বিধি-বিধান না মানা, আল্লাহকে না ভালোবাসা, আল্লাহকে ভয় না পাওয়ার (৪৩ জন) কথা বলেছেন। এছাড়াও দেশে সুশিক্ষার অভাব (৩০বার), প্রযুক্তির সহজলভ্যতা ও অপব্যবহার (২০বার), অপসংস্কৃতির চর্চা ও কুপ্রভাব (১৪বার), হিংসা (১৪বার), অহংকারবোধ (৯বার), স্বার্থপরতা (১০বার), রাজনৈতিক কারণ (১২বার), সমাজ ও ব্যক্তির নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় (১৫বার) সহ আরো অনেক বিষয়ের কথা উত্তরদাতাদের মুখ থেকে গবেষণায় উঠে এসেছে।

বাংলাদেশের সমাজ-ব্যবস্থায় নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় হয়েছে, হচ্ছে তা সকলে স্বীকারও করে নিয়েছেন (৯৯.১১%)।

গবেষণায় দেখা যায়, ১৯৬০ এর দশক হতে বাংলাদেশের সমাজ-ব্যবস্থায় নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় শুরু হলেও ১৯৯০ সাল হতে বৃদ্ধি পেয়েছে সবচেয়ে বেশি (৩০.৬৭%)। তবে এই অবক্ষয়ের পেছনে যে কারণগুলো সবচেয়ে বেশি দায়ী বলে উত্তরদাতারা মনে করছেন তাহলো অজ্ঞতা, অতিরিক্ত লোভ, অপসংস্কৃতি চর্চা, প্রযুক্তির সহজলভ্যতা (৮৯.৭৮%)। উত্তরদাতারা এও বলেছেন, সমাজ-ব্যবস্থায় নৈতিক মূল্যবোধের এই অবক্ষয় সমাজে বিশৃঙ্খলা বা সমস্যা তৈরি করছে (৯৯.১১%)। সমস্যাগুলোর মধ্যে প্রচলিত সমস্যাগুলোর কথা বলেছেন (যেমন: ধর্মবিমুখিতা, মিথ্যাচার, ইভটিজিং, নারী-শিশু নির্যাতন ও নিরাপত্তাহীনতা, যিনা, ব্যভিচার, পর্নোগ্রাফি, শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষার্থীদের যৌন হেনস্তা, অন্যান্যভাবে হেনস্তা, মাত্রাতিরিক্ত মাদকগ্রহণ প্রবণতা, কিশোর অপরাধ, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, ঘুষ, সুদ, দুর্নীতি, প্রতারণা, স্বজনপ্রীতি, অর্থ আত্মসাৎ, বিচারহীনতা, অসৎ প্রতিযোগিতা, পণ্যে ও খাদ্যে ভেজাল, সিন্ডিকেট, অশ্লীলতা, অপপ্রচার, অপদস্থতা, মিথ্যাচার, জালিয়াতি, লুটপাট, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ইত্যাদি) ১০৪ জন। এছাড়াও মাদকে আসক্ত হচ্ছে বলেছেন (১১বার), পরিবার-সমাজে বিশৃঙ্খল অবস্থা তৈরি হয়েছে বলেছেন (২৭বার), সামাজিক অনাচার, অত্যাচার, কলহ, অপকর্মও বেড়েছে বলেছেন (১৫বার)। গবেষণায় উঠে এসেছে, উত্তরদাতারা বলেছেন যে মানুষ নৈতিক মূল্যবোধহীন হয়ে গেলে তখন সেই মানুষ খারাপ মানুষ (৩৫.১১%) ও পশু বা জানোয়ারে (৬২.৬৭%) পরিণত হয়।

গবেষণায় আরো দেখা যায়, বর্তমান সমাজে শতকরা নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ রয়েছে ৫-১০ জন (৫১.১১%) যেটা আজ থেকে ৩০-৪০ বছর আগে ছিল ৬০-৮০ জন (৩৯.১১%) এর মতো। সমাজের এমন সংকটকালীন সময়ে উত্তর দাতারা সকলেই এই নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় বন্ধ করতে একমত পোষণ করেন (১০০%) এবং বলেন, ধর্মের বিধানকে নৈতিকতার প্রধান মানদণ্ড ধরে (৯৭.৩৩%) এই অবক্ষয় বন্ধ করতে হবে।

গবেষণায় দেখা যায়, ধর্মের বিধানকে নৈতিকতার প্রধান মানদণ্ড ধরার পাশাপাশি পাঠ্যক্রমে নৈতিক বিষযগুলো বাধ্যতামূলক করে,পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়ভাবে সবগুলো মাধ্যমে (৯২%) যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার উপর জোর দেন। তারা প্রায় সকলেই একমত পোষণ করেন যে, সমাজের নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধে নৈতিকতার চর্চা শিশু বয়স হতে শুরু করে জীবনের সকল কাজে করা উচিত এবং বেশি উচিত (৯৯.৫৬%)। এমনকি গবেষণায় আরো দেখা যায়, বর্তমান সমাজে নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় বেশি হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিতদের দ্বারা (৬৫.৩৩%)।

গবেষণা ফলাফল পর্যালোচনা

আমার গবেষণা ছাড়া এই জেলার ওপর এই বিষয় নিয়ে আগে কেউ গবেষণা করেননি। ডিগ্রি সম্পন্ন করা ২২৫ জন জনসংখ্যা (যারা বেকার, ছাত্র, সরকারি-বেসরকারি চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী, গৃহিণী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ঠিকাদার, ইমাম, বিদেশে কর্মরত, অবসরপ্রাপ্ত সকল শ্রেণির সমন্বয়) নিয়ে ৩০ টি প্রশ্নের মাধ্যমে কোভিড-১৯ পরিস্থিতি বাংলাদেশের সমাজ-ব্যবস্থায় নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের একটি সামগ্রিক চিত্র বের করে এনেছি, এটি বন্ধ করার প্রয়োজন আছে কিনা? থাকলে কিভাবে বন্ধ করতে হবে তাও বের করে এনেছি। যাদের সাক্ষাৎকার নিয়েছি তাঁরা মৌখিক ভাবেও বাংলাদেশের সমাজ-ব্যবস্থায় নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় হয়েছে, হচ্ছে তার কথা জানিয়েছেন বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে, তবে বর্তমান অবক্ষয় এত বেশি হওয়ায় তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন। এছাড়া কোভিড-১৯ পরিস্থিতি ও নোয়াখালী জেলা বৃহত্তর হওয়ায় কারণে আমার পক্ষে সকল উত্তর দাতার কাছে সশরীরে যাওয়া সম্ভব হয়নি বিধায় গবেষণাকার্য সম্পন্ন করতে অনেক উত্তরদাতার কাছে প্রশ্নপত্র প্রেরণ করতে হয়েছে। যেসব উত্তরদাতার কাছে প্রশ্নপত্র প্রেরণ করেছি কিছু কিছু উত্তর তাঁদের কাছ হতে আমি আরো ভালো আশা করেছিলাম এই জন্য উত্তরদাতাদের অনেকের কাছ থেকে প্রাপ্ত উত্তর আমার কাছে যথাযথ মনে হয়নি। তবে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়ার সময় আমি তাঁদের সঙ্গে থাকতে পারলে আমি অবশ্যই যথাযথ উত্তর বের করে আনতে পারতাম যা গবেষণার ফলাফলকে আরো প্রাণবন্ত করতে সক্ষম হতো। অবশ্যই সীমাবদ্ধতার মাঝেও কোভিড-১৯ পরিস্তিতিতে উত্তরদাতারা অনেক ভালো উত্তর দিয়েছেন যা আমার গবেষণাকে সম্পন্ন করতে ও সন্তোষজনক ফলাফল প্রস্তুত করতে পরিপূর্ণভাবে সহায়তা করেছে।

উপসংহার

সমাজে বসবাসরত মানুষের মধ্যে নৈতিক গুণাবলি ও মূল্যবোধ সমাজ ও মানুষের মধ্যে সুশাসন, ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে, শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করে, কারো ক্ষতি না করা শেখায়, ধর্ম মানতে ও ভালো মানুষ হতে শেখায়। তাই গবেষণাটি বর্তমান পরিস্থিতি তথা সামাজিক অবস্থায় বাংলাদেশের সমাজ-ব্যবস্থায় নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় হয়েছে হচ্ছে কিনা তা প্রমাণ করার জন্য করা হয়। এটি ছিল মিশ্র গবেষণা। গবেষণায় এটা প্রমাণিত হয়েছে বাংলাদেশের সমাজ-ব্যবস্থায় নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় হয়েছে, হচ্ছে (৯৯.১১%)। অবক্ষয়ের ফলে সামাজিক কোনো সমস্যা বা বিশৃংখলা হচ্ছে বলে স্বীকার করেছেন (৯৯.১১%)। আর এই অবক্ষয় বন্ধের জন্য সকলে একমত পোষণ করেছেন (১০০%)। এই অবক্ষয় বন্ধে উত্তরদাতারা ধর্মের বিধানকে প্রধান মানদণ্ড ধরে সবগুলো মাধ্যমে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে প্রস্তাব দিয়েছেন। তাঁরা এও বলেছেন যে, পাশাপাশি সমাজ-ব্যবস্থায় নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধে শিশু বয়স থেকে শুরু করে জীবনের সকল কাজে নৈতিকতার চর্চা করা উচিত এবং বেশি উচিত (৯৯.৫৬%)। তবে দুঃখ প্রকাশ করে বলতে হচ্ছে, গবেষণা

প্রমাণ করেছে বর্তমান সমাজে নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় বেশি হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিতদের দ্বারা (৬৫.৩৩%)। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উচ্চতর ডিগ্রি নিয়ে যখন শিক্ষিত এবং উচ্চ শিক্ষিতরা সমাজের নৈতিক মূল্যবোধ অবক্ষয় বেশি ঘটান তখন এদের কখনও শিক্ষিত বলা যায় না। এরা মূর্খদের চেয়েও ভয়ংকর কেননা মূর্খরা যেই অল্প পরিমাণ ক্ষতি সমাজের করে শিক্ষিতরা সেই ক্ষতি করে শত শত গুণ বেশি। তাই আমাদের প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থা সমাজের নৈতিক মূল্যবোধ অবক্ষয়ের জন্য কতটা দায়ী তা নিয়ে পরবর্তী গবেষণা করা যেতে পারে।

সুপারিশ

১. যেহেতু নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় চলমান রয়েছে সেহেতু তা বন্ধ করতে ছোট বেলা হতে নৈতিকতার বিষয়গুলো শেখাতে হবে চর্চা করাতে হবে পাশাপাশি ব্যক্তি জীবনের সকল ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিধি-বিধান মেনে চলা এবং পবিত্র কুরআনের পরিপূর্ণ নিয়ম অনুসরণ করে ব্যক্তিজীবন চালিত করা।

২. প্রযুক্তির সজলভ্যতা বন্ধ করা, টিন এজারদের ইন্টানেট ও সামাজিক যোগাযোগ সাইট ব্যবহারের সুনির্দিষ্ট ও যৌক্তিক নিয়ম থাকা। নিয়মের বাহিরে গেলে উপযুক্ত শাস্তির বিধান রাখা। প্রাপ্তবয়স্করা যেন এগুলোর খারাপ ভাবে ব্যবহার করতে না পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৩. পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রকে সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ করতে তরুণদের মাদকের আসক্তি হতে বের করা ও মাদক গ্রহণ হতে বিরত রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে সমাজকে মাদকমুক্ত করা।

৪. দেশে অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ বন্ধ ও চর্চা করা হতে বিরত রাখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৫. সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে রাজনীতির ঊর্ধ্বে রেখে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকে গুণগত মানে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৬. পাঠ্যক্রমে নৈতিকতার বিষয় অর্ন্তভুক্ত করা ও তা চর্চা করাতে দ্বিধা না করা। এটি শিশু শ্রেণি হতে শুরু করে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার র্সবোচ্চ ডিগ্রি অর্জন করা পর্যন্ত সকল স্তরে আবশ্যিক করা, যেহেতু গবেষণায় উঠে এসেছে প্রাতিষ্ঠনিক শিক্ষায় শিক্ষিতদের দ্বারা অপরাধ বেশি হচ্ছে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অর্থ হচ্ছে অর্থ উপার্জন এই ধারণা হতে বেরিয়ে আসা এবং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় সুশিক্ষা নিশ্চিত করে ও বিবেকবোধ সম্পন্ন উন্নত নৈতিক মানুষ গড়ে তোলা।

Bibliography

Al-Qurān al-Karīm

Al-Bayhaqī, Abū Bakr Aḥmad ibn Ḥusayn Ibn 'Alī ibn Mūsā al-Khosrojerdī. 2003. *Al-Sunan al-Kubrā*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Bukhārī, Abū 'Abdullah Muḥammd ibn Ismā'īl. 1987. *Al-Jāmi' al-Musnad al-Sahīh*. Cairo: Dār Ibn Kathīr.

Muslim, Abū al-Hussain Muslim Ibn Hazzaz. 2003. Al-Musnad al-Sahīh. Beirut: Dār al-Fikr

Al-Tirmīdhī, Abū 'Īsā Muḥammad ibn 'Īsā as-Sulamī aḍ-Ḍarīr al-Būghī al-Tirmidhī. 1998. *Sunan*. Bairut: Dār al-Garb al-Islāmiyyah.

Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Ḥanbal Abū ʿAbdullāh Ash-Shaybānī, Musnad. 2001. *Musnad*. Bairut: Muassasah al-Risālah.

Mackenzie, John S. A. 1993.*Manual of Ethics*. Delhi: Oxford University Press.

Khalek, Abdul. 2003. *Proyogig Nitibidda. Dhaka*: prathama prokashony.

Mahapatra, Anadi Kumar. 1994. *Bishoysamajtatwa*. Kolkata: Indian book corner.

Ara, Shawkat. 2006. *Ucchatar Samaj Monabiggan*. Dhaka: Ganbitarany.

Das, Sampa. 2005. *Samaj Karma, Etihas O Darshan*. Dhaka: Book Choice.

Mostafa, Khalil Ali. *Mawsuatun Naim Fi Makarimy Akhlakir Rasulil Karim*. 2nd ed. Jeddah: Darul Osila Wat Tawji.

Uddin, Md Jomir. 2019. Significance of Islamic Moral Teachings in Developing Family Values: Responsibilities of Parents. *Islami ain o Bichar*. Volume 15, Issue 60. October-December 2019.

Haque, Md. Tazammul & Amin, Dr. Mohammad Nurul. 2012. Bangladesher Pornography Ain o Islami Noitikota (The Pornography Control Act of Bangladesh and Islamic Ethics: A review). *Islami ain o Bichar*. Volume 08, Issue 32. October-December 2012.

Rahman, Md. Matiur; Al Younus, Md Abdullah & Uddin, Md Kamal. 2018. Crisis of Morals and Values: A Bangladesh Perspective. *International Journal of Social Science Studies.* Vol. 6, No.11. Published by the Redfame Publishing.

Wheeler, Melissa A.; McGrath, Melanie J. & Haslam, Nick. 2019. *Twentieth Century Morality: The Rise and Fall of Moral Concepts from 1900 to 2007*. Published: February 27, 2019. https://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0212267&type=printable

পরিশিষ্ট ১ : প্রশ্নপত্র

সমাজ-ব্যবস্থায় নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়

প্রিয় উত্তরদাতা শুভেচ্ছা নিবেন। গবেষণাটি বর্তমান প্রেক্ষাপটে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই গবেষণাটি সম্পন্ন করতে আমার আপনাদের থেকে কিছু তথ্য নেয়া প্রয়োজন। আপনার দেয়া তথ্য সম্পূর্ণ গোপন রেখে শুধুমাত্র নোয়াখালী জেলার সমাজ-ব্যবস্থায় নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় হচ্ছে কিনা তা যাচাই কাজে ব্যবহৃত হবে। তাই তথ্যের উত্তর গুলো অবশ্যই সঠিক দিতে হবে আর উত্তর দাতাকে অবশ্যই ডিগ্রি পাশ হতে হবে। আপনার দেয়া উত্তর বড় হলে আলাদা কাগজ ব্যবহার করতে হবে বা অপর পৃষ্ঠায়ও লেখা যাবে।

এমফিল গবেষক

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজিপুর,ঢাকা

১.১ নাম:

১.২ জেলা

১.৩ উপজেলা

১.৪ ধর্ম

১.৫ লিঙ্গ

১.৬ বয়স

১.৭ শিক্ষা

১.৮ পেশা

১.৯ মোবাইল নং

২.১ নৈতিকতা হলো সমাজ ও মানুষের সুস্থ-সুন্দর জীবন চলার নিয়ম-নীতি :
হ্যাঁ না

২.২ সমাজে প্রচলিত নিয়ম-নীতির (ধর্মীয়) মধ্যে ভালো কাজগুলোকে ভালো বলে গ্রহণ ও মন্দ কাজগুলোকে মন্দ বলে বর্জন করাকে মূল্যবোধ বলে :
হ্যাঁ না

২.৩ সমাজে বসবাসরত মানুষের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ কোনগুলো :

ধর্মের সকল বিধি-বিধান মানা	সচ্চরিত্রতা	সততা	শ্রদ্ধা	ন্যায় বিচার	ক্ষমা	কর্তব্যনিষ্ঠা	নিয়মানুর্বতিতা	আপোষ
সাহায্য করা	অধ্যবসায়	মমত্ববোধ		ধৈর্য	সৃজনশীলতা		দেশপ্রেম	সবগুলো

২.৪ ব্যক্তিমাত্রই পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রে বাস করলেই নৈতিক মূল্যবোধ মানা আবশ্যক-

২.৫ নৈতিক মূল্যবোধ বর্তমান সমাজের মানুষের মধ্যে আছে কিনা :

নাই	কম	খুব কম	বেশি	খুব বেশি

২.৬ এসব নৈতিক মূল্যবোধ ৩০/৪০ বছর আগে সমাজের মানুষের মধ্যে কেমন ছিল :

ছিল না	অল্প	বেশি	খুব বেশি পরিমাণে ছিল।

২.৭ তাহলে এখন সমাজের মানুষের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ নাই কেন বা কমে গেল কেন-

২.৮ সমাজে বসবাসরত মানুষের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় হচ্ছে কিনা-

২.৯ কত দশক হতে সমাজে এই অবক্ষয় শুরু হয়েছে বলে আপনি মনে করেন-

১৯৬০	১৯৭০	১৯৮০	১৯৯০	২০০০	২০১০ সাল হতে

২.১০ সমাজে বসবাসরত মানুষের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ অবক্ষয়ের কারণ:

অজ্ঞতা	অতিরিক্ত লোভ	অপসংস্কৃতি চর্চা	প্রযুক্তির সহজলভ্যতা	সবগুলো

২.১১ নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণে সামাজিক কোন সমস্যা বা বিশৃঙ্খলা হচ্ছে কিনা-

হ্যাঁ	না

২.১২ যদি সামাজিক সমস্যা বা বিশৃঙ্খলা হয় তাহলে সেগুলো কি কি বলে আপনি মনে করেন-

২.১৩ নৈতিক মূল্যবোধ হীন মানুষ পরিণত হয় :

ভালো মানুষে	খারাপ মানুষে	পশু বা জানোয়ারে

২.১৪ বর্তমান সমাজে শতকরা কত জন মানুষ নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন বলে আপনি মনে করেন:

৫	১০	২০	৩০	৪০	৫০	৬০	৭০

২.১৫ ৩০/৪০ বছর আগে সমাজে শতকরা কত জন মানুষ নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন ছিল :

৫	১০	২০	৩০	৪০	৫০	৬০	৭০	৮০	৯০

২.১৬ সমাজের নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় বন্ধ করা প্রয়োজন আছে কিনা-

হ্যাঁ	না

২.১৭ সমাজে নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় বন্ধে 'ধমের বিধান' মানব জাতির জন্য নৈতিকতার আদর্শ মানদণ্ড হবে কিনা :

হ্যাঁ	না

২১৮. নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় বন্ধ করা যায় :

নৈতিক বিষয় পাঠ্যক্রমে বাধ্যতামূলক করে	পারিবারিক	সামাজিক	রাষ্ট্রীয়ভাবে	সবগুলো মাধ্যমে যথাযথ ব্যবস্থাগ্রহণ করে

২.১৯ নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধে নৈতিকতার চর্চা শিশু বয়স থেকে শুরু করে জীবনের সকল কাজে করা উচিত কিনা :

উচিত	কম উচিত	বেশি উচিত	অনুচিত

২.২০ বর্তমান সময়ে সমাজে কোন শ্রেণির মানুষ দ্বারা নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় বেশি হচ্ছে :

দরিদ্র শ্রেণির মানুষ দ্বারা	মূর্খ শ্রেণির মানুষ দ্বারা	অশিক্ষিত শ্রেণির মানুষ দ্বারা	শিক্ষিত শ্রেণির মানুষ দ্বারা

ধন্যবাদ

ত্রৈমাসিক গবেষণা জার্নাল

ইসলামী আইন ও বিচার

ISSN Print:1813-0372, ISSN Online:2518-9530

INDEXED BY

Google Scholar | IOI JOURNALS MASTER LIST | ROAD

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত (REG. NO. DA-6100) এবং সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ, আরবি, আইনসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অধ্যাপনারত শিক্ষকগণের পদোন্নতি, নন একাডেমিশিয়ানদের এমফিল পিএইচডির প্রাকযোগ্যতা অর্জনে এবং এমফিলকে পিএইচডিতে রূপান্তরে একটি স্বীকৃত গবেষণা জার্নাল

১৬ বছর অতিক্রম করে ১৭ বছরে পদার্পণ করেছে। বিগত ৬৭ টি সংখ্যায় ইসলাম সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে তিনশত গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

ইসলামী আইন সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য ও প্রমাণসিদ্ধ একাডেমিক জ্ঞানের জন্য 'ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা' পড়ুন অন্যকেও পড়তে উৎসাহিত করুন

অনলাইন ভার্সন পেতে ভিজিট করুন : www.islamiainobichar.com

১-৬৭ পর্যন্ত সকল কপি একসাথে পাওয়া যাচ্ছে
পূর্ণসেট একত্রে-৪৫০০/-টাকা মাত্র

যে কোন জায়গা থেকে ডাক/কুরিয়ার-এর মাধ্যমে সংগ্রহ করা যায়।

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার, স্যুট-১৩/বি, লিফট-১২, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০২-২২৩৩৫৬৭৬২, মোবাইল-০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭
E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com, Web : www.ilrcbd.org

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
প্রকাশিত গ্রন্থের তালিকা

ইসলামী ব্যাংকিং ও বাণিজ্যিক পরিভাষা- মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ খন্দকার	৪০০/-
ইসলামের পারিবারিক আইন-(১ম ও ২য় খণ্ড) ৬৫০+৬৫০ =	১৩০০/-
ইসলামের ব্যবসায় ও বাণিজ্যি আইন-(১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড) ৬৫০+৬৫০+৬৫০+৬৫০ =	২৬০০/-
বিশ্বখ্যাত মনীষীদের রচনায় ইসলামী আইন-(১ম ও ২য় খণ্ড) ৫৫০+৫০০ =	১০৫০/-
বিদ'আত (১ম থেকে ৫ম খণ্ড) -ড. আহমদ আলী (৩০০+৬০০+৫০০+৪০০+৫০০)=	২৩০০/-
তুলনামূলক ফিকহ -ড. আহমদ আলী	৭০০/-
মাকাসিদ আশ্-শারীয়াহ -ড. মোঃ হাবীবুর রহমান	৩০০/-
ইসলামি ও আরবি বিষয়ে একাডেমিক গবেষণার রীতি ও পদ্ধতি ড. মোহাম্মদ নেয়ামত উল্লাহ * ড. মুহাম্মদ রুহুল আমিন	৩৫০/-
আধুনিক প্রেক্ষাপটে যাকাতের বিধান -ড. মুহাম্মদ রুহুল আমিন রব্বানী ও মুফতি মুহিউদ্দীন কাসেমী	২৫০/-
ইসলামী আইনের উৎস – মুহাম্মদ রুহুল আমিন	৩০০/-
সমকালীন খুতবা -ড. মোহা. মঞ্জুরুল ইসলাম	৬০০/-
ইসলামী দণ্ডবিধি (১ম খণ্ড) – ড. আবদুল আযীয আমের	৩০০/-
দি ইমারজেন্স অব ইসলাম(বাংলা অনুবাদ) – ড. মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ	৩৫০/-
ইলমুল ফিকহ : সূচনা বিকাশ মূলনীতি – মাওলানা মুহাম্মদ তাকী আমিনী	৩৫০/-
ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার পতন ও পুনরুত্থান – নোয়াহ ফেল্ডম্যান	৩০০/-
মানবাধিকার ও দণ্ডবিধি – ড. মুহাম্মদ আত-তাহের আর রিযকী	১২০/-
ইসলামের আলোকে বাসস্থানের অধিকার ও নিরাপত্তা – ড. আহমদ আলী	২০০/-
ফতোয়ার গুরুত্ব ও প্রয়োজন – সম্পাদনা: আবদুল মান্নান তালিব	১০০/-
ইসলামে অমুসলিমদের অধিকার –মুহাম্মদ শরীফ চৌধুরী	৮০/-
Crime Prevention In Islam (Proceedings of the Symposium held in Riyadh, Saudi Arabia)	৪০০/-
বিচার বিভাগের স্বাধীনতার ইতিহাস – মোহাম্মদ আলী মনসূর	৩০০/-
ইসলামী শরীয়ত ও বিচারব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য - ড. আলী আত তানতাভী ও ড. জামাল উদ্দীন আতিয়া	৫০/-
মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১ পর্যালোচনা ও সংশোধনী প্রস্তাব –ড. মুহাম্মদ মানজুরে ইলাহী ও অন্যান্য	৬০/-

প্রাপ্তিস্থান
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার, স্যুট-১৩/বি, লিফট-১২, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০২-২২৩৩৫৬৭৬২, মোবাইল-০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭
E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com, Web : www.ilrcbd.org
ILRCBD Law-Research-Publication

ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই আপনার কপিটি সংগ্রহ করুন। ডাক/কুরিয়ার যোগেও সংগ্রহ করা যায়।